Itur Theke Ityadi by Shibran Chakraborty

For More Books & Muzic Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum
suman_ahm@yahoo.com

ইতুর থেকে ইত্যাদি

শীবরাম চক্রবর্তী

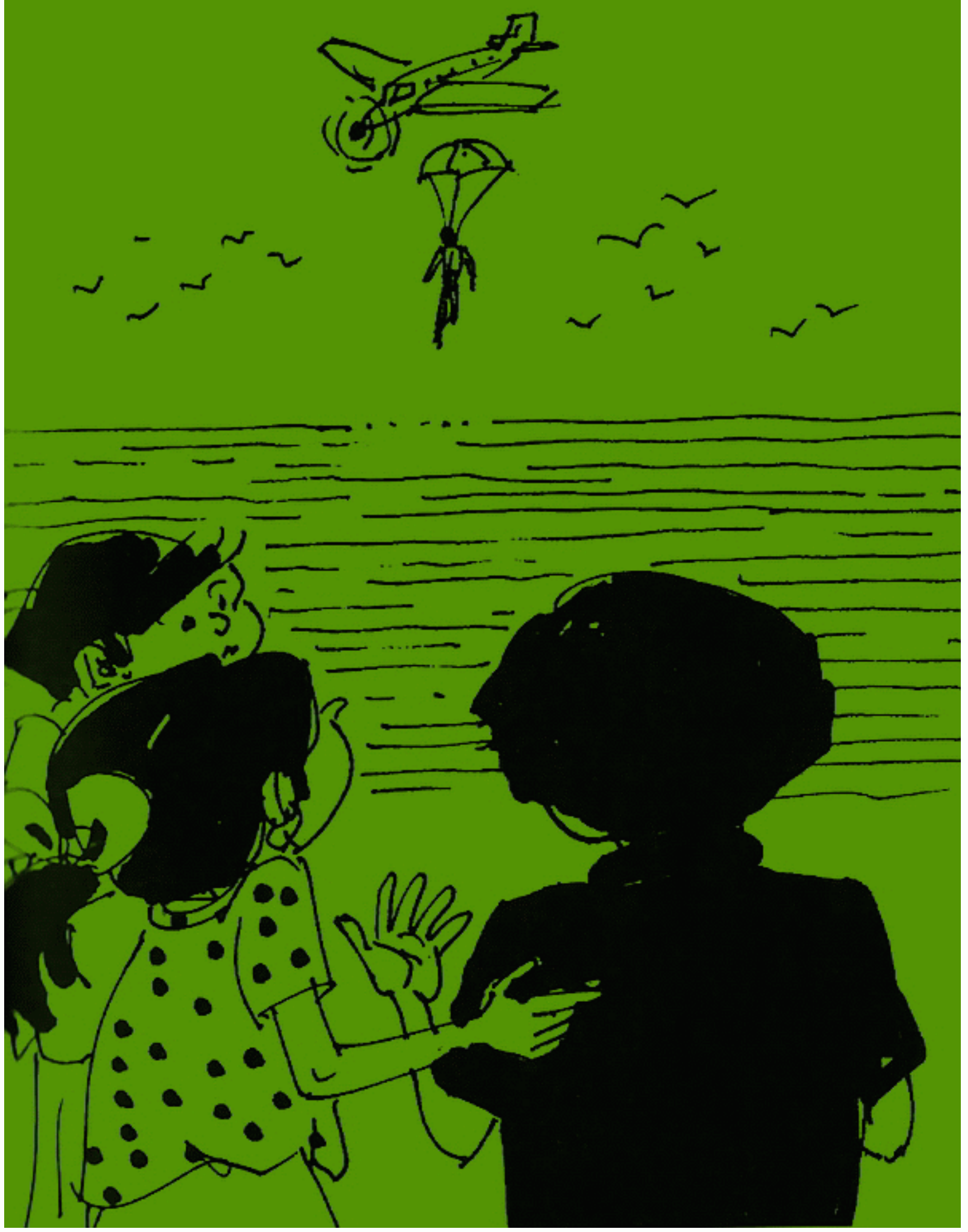

মূর্ছনা
www.murchona.com
বইটি মূর্ছনা.com এর সৌজন্যে নির্মিত
Archives of Bengali eBooks, Muzic & Videos
suman_ahm@yahoo.com

সকাল সাড়ে আটটা। আমি হাঁ করে বিছনায় শুয়ে।

হাঁ করে এইজন্যে যে ইতু বিস্কুটে মাখন লাগাচ্ছিল আর কখন তার একখানা হাঁকড়ে দেবে আমার হাঁকারের ঠিকানায় হাঁ করে লোপবার জন্যে—তার জন্যেই লোলুপ-দৃষ্টিতে তার দিকে হাঁ-কার আর হাহাকার হয়ে শুয়ে আছি।

শুয়ে আছি কেননা তখনও বিছানা ছাড়িনি—ছেড়ে উঠতে পারিনি। সারারাত একটানা শুয়ে শুয়ে, অবিশ্রান্ত ঘুমিয়ে সকালের দিকে এমন ক্লান্ত হয়ে পড়ি যে বলবার নয়।

"ভালো করে মাখন লাগা। আরও পুরু করে—" শুয়ে শুয়েই বলি তাই ইতুকে। শুরুতেই বলতে হয়।

"মাখন খেলে চর্বি হয়। এমনিতেই তোমার—"

"চর্বি হয়! তোকে বলেছে!" ইতু কথা শেষ করবার আগেই ইত্যবসরে বলে উঠি আমি, "চর্বির উপকারিতা জানিস? চর্বিতেই এনার্জি। ডার্বিতে যেমন টাকা, চর্বিতে তেমনি শক্তি। ওই চর্বিই শরীরে গিয়ে শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। হয়ে আমাদের কাজে প্রেরণা দেয়, বাহুতে বল জোগায়, বুকেতে—"

"চুল গজায়, পেটেতে ভুঁড়ি, তা ছাড়া"—বাধা দিয়ে বলে ওঠে ইতু, "গলাতেও কম বল জোগাতে ছাড়ে না—"

"হ্যাঁ, গলার আওয়াজও তাতে জোরালো হয়, যাকে বলে বলিষ্ঠ—সোচ্চার!"

"আওয়াজের কথা বলছি না—" শুনে মাথা নাড়তে থাকে ইতু।

"তবে?"

"কম্বলের কথা বলছি—"

"কম্বল?"

"হ্যাঁ। কম্বল—গোরুদের মতন গলকম্বল!" বলে ইতু।

শুনে রীতিমতো থিতু হয়ে যায় আমার উৎসাহ। গুম হয়ে যাই কিছুক্ষণ—তারপর আরজি জানাই ইতুর দরবারে, "যা-ই বল বাপু, একটু বেশি করে এনার্জি না পেলে আমি উঠতে পারছি না বিছানা ছেড়ে! তা বিস্কুটে বেশি মাখন লাগাতে যদি তোর আপত্তি থাকে—তা হলে আমার জন্যে নাহয় মাখনেই কম করে বিস্কুট লাগা তুই। তা-ই খাব আমি—তাতেও কাজ হবে আমার!"

অবাধ্য হয় না ইতু। হাতের মাখন-মাখানো একটা বিস্কুটের মাখনে আরেকটা বিস্কুট লাগিয়ে দেয়—লাগিয়ে তবে দেয় আমার—ফেলে দেয় আমার মুখের মধ্যে মুখবন্ধ হিসেবে।

চিবোতে চিবোতে আমি বল পেলাম—গোলের মুখে গোস্বামীর বল পাওয়ার মতন। রাতভোর ঘুমের ক্লান্তিকে কাটিয়ে, ড্রিবল করে পেছনে ফেলে উঠে বসলাম বিছানায় আর সেই মুহূর্তে দরজার গোলপোস্টে আবির্ভূত হলেন শ্রীহর্ষবর্ধন— ব্যাকে তস্য ভ্রাতা শ্রীমান গোবর্ধনকে নিয়ে। হুড়মুড় করে ঘরে এসে ঢুকলেন দু-জনে।

"এই যে আছেন দেখছি! আপনারা দুজনেই দেখছি রয়েছেন!"

www.MurchOna.com

"হ্যাঁ, রয়েছি আমরা দুজনে। আর রয়েছে বিস্কুট এবং মাখন—যা আমাদের দুজনের দূরে থাক, আমার একার পক্ষেই যথেষ্ট নয়—" আমি আগেভাগেই সতর্ক হবার চেষ্টা করি।

"যথেষ্ট না হয় তো দিয়ে দিন গোবরাকে। ও খেয়ে ফেলবে'খন বিস্কুট, মাখন—মায় কৌটো টিনসুদ্ধু!" হর্ষবর্ধন সমাধান করে ফেললেন সমস্যাটার, কিন্তু তবু যেন উৎফুল্ল হতে পারেন না। কোথায় যেন আটকায় তাঁর। মুখখানায় অমাবস্যার মতন একটা সমস্যা যেন তবুও লটকে থাকে।

"একটা টাকার ব্যাপারে আমি বড় চিন্তিত হয়ে পড়েছি আর তাই এসেছি আপনাদের কাছে—" অবশেষে হর্ষবর্ধন প্রকাশ পান।

"টাকার ব্যাপারে আমিও খুবই চিন্তিত। ধার কেউ আর দিচ্ছে না আজকাল!" বলে উঠি আমি। হর্ষবর্ধন ধার চাইবেন এমন আশঙ্কা না থাকলেও সাবধান হতে দোষ কী! কিন্তু শঙ্কিতও হয়ে পড়ি সেইসঙ্গে—ইতুর দিকে, ইতুর মাখন বিস্কুটের দিকে গোবর্ধনকে এগোতে দেখে। তাড়াতাড়ি মাখন ও বিস্কুটসুদ্ধু আড়াল করে বসি ইতুকে।

"টাকা ধারের কথা নয়—উদ্ধারের কথা বলছি আমি—" হর্ষবর্ধন আহত হয়ে বলে ওঠেন, "তাগিদে পড়ে টাকা ধার করব তারপর তাগাদা শুনব গাদাগাদা—এমন কপাল কি কোনোদিন হবে আর আমাদের! ব্যাংকগুলি যা পেছনে লেগেছে বলবার নয়—চক্রান্ত করে আমাদের জমা টাকার চক্রবৃদ্ধিহারে সুদ কষছে—তাতে দু-ভাই চার হাতে খরচা করেও কোনো সুরাহা করতে পারব ভেবেছেন কোনোদিন? কস্মিনকালেও না!"

বলে হাজারে-ব্যাজার হয়ে হর্ষবর্ধন হাজারবার মাথা নাড়েন।

"টাকা নিয়ে তেমন বিপদে পড়ে থাকেন তো বলুন-না—আমি, আমি আর ইতু—আমরা দুজন যথাসাধ্য খরচ করে সাহায্য করতে পারি আপনাদের—" আমি সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুবৎসল হয়ে উঠি।

"সেই সাহায্যের জন্যেই তো আপনাদের কাছে এসেছি—" বলে ওঠেন হর্ষবর্ধন, "দেখুন-না, আবার আরেক কাঁড়ি টাকা—গোদের উপর বিষফোঁড়ার মতোই ঘাড়ে এসে চেপেছে আমাদের। সেই টাকাটার—ঘাড়ে এসে পড়া সেই উটকো টাকাটার বখরা আমরা আপনাদের দিতে চাই!"

টাকার কথায়—বখরার প্রস্তাবে আমি উৎসাহ পাই। চিরকালই পেয়ে আসছি—শেষ পর্যন্ত টাকা না পেলেও গোড়ার দিকের ওই উৎসাহটা।

"কত টাকা?" জিজ্ঞেস করি আমি, "কত করে বখরায় পড়বে? বেশি হলে কিন্তু আমরা নিতে পারব না। দশ-বিশ হাজার হলে নিতে পারি, চল্লিশ-পঞ্চাশেও আপত্তি নেই। ষাট-সত্তরেও নয়, আশি-নব্বই হলেও ফেরাব না নিশ্চিত—এমনকি নিরানব্বই পর্যন্ত রাজি অছি ধাক্কা সামালাতে। কিন্তু লাখ হলেই আমরা অপারগ—মাপ করতে হবে তখন। লক্ষ হলেই শুনেছি লক্ষ্য হতে হবে চোর-ডাকাতের। লক্ষ্য হতে বা তাদের হাতে লক্ষ তুলে দেবার উপলক্ষ হতেও আপত্তি ছিল না—কিন্তু মুশকিল কী জানেন, ওই রাত্তির না হলে লক্ষ্যভেদ করতে আসে না তারা। রাত বেশ গভীর করেই আসে এবং বড্ড ব্যাঘাত করে ঘুমের।"

"সাধে কি ওদের চোর-ডাকাত বলেছে!" পেছন থেকে সায় দিয়ে ওঠে ইতু, "রাতভোর নিজেরাও ঘুমোবে না অন্যকেও ঘুমোতে দেবে না!"

www.MurchOna.com

"নিজেও খাবে না—আমাকেও খেতে দেবে না!" ফোঁস করে ওঠে গোবর্ধনও—এতক্ষণে সুযোগ পেয়ে।

তাড়াতাড়ি এই কথাটা চাপা দেবার চেষ্টা করি। বলে উঠি, "হ্যাঁ, ওই লাখ হলেই আমাদের যা আপত্তি। নইলে দিন-না! দিয়েই দেখুন-না—নিরানব্বই হাজার অবধি করে আমাদের দুজনকে দুভাগ! না, অত করে বুঝি হবে না আমাদের ভাগ্যে?"

"বেশিই হবে!" গোমড়া-মুখে ব্যক্ত করেন হর্ষবর্ধন, "অনেক টাকা। আসলে টাকাটা হচ্ছে যখের ধন।"

"যখের ধন? তা হলে তো বেশি হবেই! তা বেশ তো, বেশ তো! তা-ই হোক-না! দু-দুভাগ করেই নাহয় নেব আমরা দুজনে। তবে হ্যাঁ—লাখ টাকার কম থাকে যেন এক এক ভাগে। একসঙ্গে লাখ নেবার কেবল ক্ষমতা নেই আমাদের।" হর্ষবর্ধনকে সান্ত্বনা দিয়ে বলি আমি, "দিন, এখুনি দিন। এখুনি নিয়ে নিচ্ছি আমরা ভাগে-ভাগে। নিই কি না—দেখুন-না একবার দিয়ে! আগেভাগে!"

"কিন্তু টাকাটা এখনও আমার হাতে আসেনি!" এইবার ব্যক্ত হন হর্ষবর্ধন—"কোথায় যে টাকাটা আছে কে জানে! তার হদিশ খুঁজে বার করতে হবে। সেই বিষয়ে আপনাদের সাহায্য পাবার আশায় আমি এসেছি। টাকাটা হাতে পেলে তখন আমরা ভাগাভাগি করে নেব নাহয়।"

ওমা! এখনও টাকার কোনো পাত্তা নেই। তার খোঁজে দৌড়তে হবে। শুনতেই আমার উৎসাহ জল হয়ে আসে।

"সত্যি বলতে মশাই"—আমি বলি : "টাকার পিছনে ছুটতে আমার ভালো লাগে না। সেই জন্য থেকেই ছুটছি তো! ছুটে ছুটে হয়রান। টাকা যে আমার পেছনে কেন ছোটে না সেই কথাই আমি ভাবি কেবল।" বলে হতাশ হয়ে শুয়ে পড়ি আবার।

"টাকা কি কখনও যেচে আসে মশাই? টাকার কাছে যেতে হয়। কিছুটা এগোলে পরে তখন টাকা এগিয়ে অসে। তখন ধরা দেয় টাকা।" হর্ষবর্ধন বলেন, আর আমি শুয়ে শুয়ে শুনি। কিন্তু কোনো উদ্দীপনা পাই না।

আমার অবস্থা দেখেই বোধ করি ইতু আরও বিস্কুটে মাখন মাখাতে থাকে। দেখে আবার আমিও চাঙ্গা হতে থাকি।

কিন্তু না, বিস্কুটগুলো হর্ষবর্ধন আর গোবর্ধনকে দেয় ইতু।

ব্যাপারটা—সমস্ত ব্যাপারটা আমার ভারি খারাপ লাগে। আমি না বলে থাকতে পারি না হর্ষবর্ধনকে—"আপনার তো মশাই টাকার কোনো অভাব নেই। টাকার প্রতি আবার তবে লোভ কেন আপনার?"

"এ জগতে হায় সেই বেশি চায় আছে যার ভূরি ভূরি।" জানায় ইতু।

"তা দাদার আমার ভুঁড়ি আছে বেশ।" গোবর্ধন ভায়া মুখ খোলে আবার—"ভুঁড়ি ভুঁড়িই বলা যায়। ভুঁড়ির উপরে ভুঁড়ি—তার উপরে ভুঁড়ি।"

আর বিস্কুট চিবোতে চিবোতে হর্ষবর্ধন হৃষ্টভাবে নিজের পুষ্ট ভুঁড়িতে হাত বোলাতে থাকেন এবং "দেখুন এই চিঠি" বলে অন্য হাতে তিনি বাড়িয়ে দেন একটা চিঠি।

ইতু তাঁর হাত থেকে চিঠিখানা ছিনিয়ে নেয়—"আমি পড়ছি। চেঁচিয়ে পড়ছি, শোনো—"

www.MurchOna.com

"সবিনয় নিবেদন,

অনেক যখের ধনের আমি মালিক। কিন্তু আমি এখন নিতান্ত একলা, এত যখের ধনে আর আমার আসক্তি নেই—"

"যথার্থ! একার এত টাকার কী দরকার!"—ইতুর পত্রপাঠে পত্রপাঠ আমি বাধা দিই—

ইতু কেয়ার করে না, পড়ে যায়—

"ও-জিনিস আমি অপরদের দিতে চাই এখন। কিন্তু অমনি দেব না। আপনাদের মাথা খাটিয়ে বার করে নিতে হবে জিনিসটা, বুঝেছেন?..."

"হাড়ে-হাড়ে বুঝেছি!" আমি বলি—"মাথা খাটাতে খাটাতেই চিরটাকাল গেল আমার। খাটাতে খাটাতে মাথা এখন আমার ছেঁড়া মশারির মতন হয়ে গেছে—সহজে আর খাটানো যায় না।"

"আমি খাটাব আমার মাথা।" বলে ইতু আবার পড়তে থাকে—

"যদি আপনাদের উৎসাহ থাকে তো আগামী শনিবার সন্ধে ছটার সময় মহাজাতি সদনের প্রাঙ্গণে সমবেত হবেন। সেখানে আপনাদের প্রত্যেককে একটি করে সিল-করা খাম দেওয়া হবে। খামের উপর থাকবে একটি সাঙ্কেতিক বাক্য। আর খামের ভিতরে থাকবে একটি ধাঁধা। সেই ধাঁধার সমাধান করতে পারলেই সেখান থেকে কোথায় যেতে হবে তার কিনারা পাবেন। এক-একটি ধাঁধার মধ্যে তার পরবর্তী ঠিকানার হদিশ আছে। সেখানে পৌছে দেখবেন একজন লোক রয়েছে। তার কাছে সাঙ্কেতিক বাক্যটি ঠিকমতো বলতে পারলেই সে আপনাকে আর-একটি খাম দেবে, তার উপরে আবার আরেকটি সঙ্কেত-বাক্য আর ভিতরে আরেকটি ধাঁধা। এইভাবে ধাঁধাগুলির সমাধান করে যেতে হবে। মোট ছটি ধাঁধা আছে—ছজায়গায় যেতে হবে। ষষ্ঠ ধাঁধার সামাধান যদি করতে পারেন তা হলে আপনাদের কষ্ট করা সার্থক হবে—কেননা সেখানেই পাবেন আমাকে আর আমার হাতের সেই যখের ধন।

এখন নিয়মাবলি দেখুন :

১। শনিবার সন্ধ্যায় মহাজাতি সদনে ছটার আগে পৌছানো চাই।

২। প্রত্যেকে নিজের গাড়িতে আসবে। বন্ধুদের সঙ্গে নিতে পারেন।

৩। মহাজাতি সদনে আমার এক প্রতিনিধি থাকবে। সে প্রত্যেক যোগদানকারীকে একটি করে খাম দেবে, সেই খামের ভিতরে ধাঁধার মাধ্যমে পরবর্তী গন্তব্যস্থলের নিশানা দেওয়া। আর উপরে থাকবে একটি করে সঙ্কেত-বাক্য। এইভাবে বরাবর—পরের পর।

৪। মোটমাট ছটি ধাঁধা আছে।

৫। রাত বারোটার মধ্যে এই অন্বেষণ-পর্ব শেষ হওয়া চাই।

৬। হেমেন্দ্রকুমার রায় বা তাঁর বিমল কুমার এই অন্বেষণে যোগ দিতে পারবেন না। ইতি—

বিনীত

শ্রীগদাই লস্কর।"

ইতুর পড়া শেষ হলে আমি সপ্রশ্ন নেত্রে তাকাই—"এই গদাই লস্কর লোকটি কে?"

"গদাই লস্কর তো বিখ্যাত লোক, নাম শোনেননি?" হর্ষবর্ধন হতবাক।

www.MurchOna.com

"শুনব না কেন?" আমি বলি—গদাই লস্কর আর লোক লস্কর দুটো নামই শুনেছি—কিন্তু লোকটা কেন?"

"লস্করই-বা কে? গদাটাই-বা কে? আপনাদের মতন দুই ভাই নয় তো?" ইতু জিজ্ঞেস করে।

"আমাদের মতন দুই ভাই?" সম্ভাবনাটা বিবেচনা করেন হর্ষবর্ধন, "তা হতে পারে— প্রায় আমাদের মতনই বিখ্যাত যখন তারা।"

"কথায় বলে, গদাইলস্করি চাল। ব্যাটা যেন গদাই লস্কর! দুভায়ের ভেতর গদাই-ই নিশ্চয় বড়ো হবে।" গোবর্ধনের গদগদ অভিমত।

"কে বড়, কে ছোট—তা আমি বলতে পারব না!" বলেন হর্ষবর্ধন—"আমি চিনিনে, আমার সঙ্গে আলাপ নেই ওদের।"

"থাকে কোথায় ওরা?" আমি শুধাই।

"সপ্তম স্বর্গে।" জবাব দেয় ইতু : "হেঁয়ালির ছ-মহলা পেরিয়ে সেইখানে বসে তার যখের ধন আগলাচ্ছে। অকুস্থলে পৌঁছলেই তাদের দেখা মিলবে। মোহরের ঘড়া হস্তে গদাইবাবু আর—"

"গদা-হস্তে তাঁর লোক-লস্কর!" আমার শেষ কথা।

শনিবার সকালে উঠেই দেখলাম—ইতু কলতলায়, তার চুল নিয়ে পড়েছে। না, চিতপাত হয়ে নয়। সেভাবে পিছলে কলতলায় উচিতমতো পড়তে হলে কেবল আমিই পড়ি। আর, বলতে কি—যদিও বাধ্যতামূলক—তা হলেও ওতেই আমার প্রাত্যহিক ব্যায়ামটা হয়ে যায়।

চুল শ্যাম্পু করতে লেগেছে ইতু।

"সাতসকালে এ কী হচ্ছে—অ্যাঁ? বিস্কুটে মাখন না লাগিয়ে চুলে—"

"মাথা খাটাতে হবে না আজ? তাই মাথাটা সাফ রাখছি।"

"বটে বটে?"

"যখের ধনের রহস্য ভেদ করা কি চাট্টিখানি? তার জন্যে মাথা লাগে—পরিষ্কার মাথা। আর দলের মধ্যে মাথা তো এই একটাই।"

"আর আমাদের বুঝি কারও মাথাই নেই? মাথাই নয়?" আমি ফোঁস করি।

"মাথা বললেও হয় মুড়ো বললেও হয়।"

"মুড়ো!" কথাটা আমার প্রাণে লাগে। "বেশ, আমার যখন মাথাই নেই তখন আমার আর গিয়ে কী হবে? আমি গিয়ে কী করব তবে? আমার অ্যাতো মাথাব্যথা কিসের। আমি যাব না।"

"তোমার মাথা কি আমি ধরেছি? ধরতে পারি?" ইতু বলে—"তোমার মাথা তো ধর্তব্যের মধ্যেই না।"

"আমার মাথা ধরেছে।" বলে আমি বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ি। শুয়েই থাকি। খানিক বাদে ইতু মাখন-মাখানো বিস্কুট নিয়ে এসে সাধে : "তোমার মাথা আমি ধরিইনি। আমি গোবরাদের কথাই বলেছি। ওদের তো মাথা নয়—মুণ্ডু।"

"তোর মাথাটাই মাথা—বলছে সবাই।" ফোঁস করার পর আমার ফাঁস করা।

"বেশ, আমার যদি মাথা থাকে, সেই কথা বলেছি তো? তা হলে তোমার মাথা তার ডবল।" ইতু আমার প্রশস্ত মাথার প্রশস্তি গায়—"তোমার মাথা আমার ডবল কি না আয়নাতে মিলিয়ে দেখলেই পার।"

www.MurchOna.com

এতক্ষণে আমার রাগ জল হয়। অবিশ্যি, মাখন-বিস্কুট দেখার সঙ্গেসঙ্গেই হতে শুরু করেছিল। এখন রাগের জল আর জিভের জল এক করে একাকার করে ফেলি।

ঠিক এই সময়ে হর্ষবর্ধনবাবু এসে হাজির। এই বিস্কুট মুখে তুলবার মুখেতেই। দেখেই আমি সবকটা বিস্কুট একসঙ্গে মুখে ফেলে দিই! বিস্কুট-কৌটিল্যে কিছুক্ষণ কোনো কথা কইতে পারি না।

"কী কী এখন করতে হবে বলুন তো ইতুদি?" তিনি জানতে চান।

"মাথা সাফ করেছেন?" আমি শুধাই।

"মাথায় আমাদের কী দরকার? আমরা তো বাহন মাত্র।" শ্রীহর্ষবর্ধন ব্যক্ত হন—"মাথা তো ইতুদির। উনিই মাথা—মানে, ওঁর মাথা খেলাবেন।"

"শুনছ? শুনছ তো?" ইতু আমাকে শোনায়।

"উনি মাথা খেলাবেন আর আপনি ল্যাজে খেলবেন!" আমি না বলে পারি না। "আপনিই মেয়েটার মাথা খেলেন হর্ষবর্ধনবাবু!"

"চলুন হর্ষবর্ধনবাবু, গাড়ির ব্যবস্থাটা করে ফেলা যাক।" ইতু বলে।

"গাড়ির আবার ব্যবস্থা কী? গাড়ি তৈরি আছে। গাড়ির জন্য আপনার কোনো ভাবনা নেই।"

"গাড়ি আপনার আছে আমি জানি। কিন্তু তা হলেও গাড়ির একটা ব্যবস্থা করতে হবে। আসুন আমার সঙ্গে। এসো, না দাদা, তুমিও চলো-না আমার সঙ্গে। দাতারামের কাছে যাব।"

দাতারাম আমাদের পাড়ার লরিওয়ালা—লরি ভাড়া খাটায়। ইতু তাকে গিয়ে বলল, "দাতারাম দাদা, তুমি আজ রাত্তিরে লরি ভাড়া যাবে?"

"না দিদি, হামি যেতে পারবে না। কদিন-সে হামার বাতের বেমারি বহুৎ বাড়িয়েসে। রাতমে আউর বেসি বেসি। বাতমে আমি উঠতে পারে না"—দাতারাম জানাল—"রাতমে হামি কুথাও ভাড়া যায় না, শুয়ে থাকে।"

"বেশ, তা হলে আজ রাতের জন্য তোমার লরি নম্বরপ্লেটটা ভাড়া দাও। পাঁচ টাকা দেব। কাল সকালে তোমার নম্বর ফেরত পাবে। ঘরে শুয়ে শুয়ে এই পাঁচ টাকা তোমার তা হলে মুফত রোজগার।"

"দশ টাকা দিতে হোবে দিদি!"

ইতু তাতেই রাজি—"দুপুরবেরা এসে আমি প্লেটটা নিয়ে যাবে।"

"ইহার কারণ?" দাতারামকে রাম-রাম করে বেরিয়েই ইতুকে আমি শুধোলাম।

"মানে হচ্ছে, আমাদের গাড়ির প্লেটটা খুলে এই লরির নম্বরটা লাগিয়ে নেব। যদি রাস্তায় কোনো গোলমাল হয়—মানে গাড়ি চালাব আমি তো—"। ইতু জানায়।

"তা হলে গোলমাল হবেই।" আমি বলি।

"আমার আবার ড্রাইভিং লাইসেন্স নেই। গাড়ি চালাতে একটু এদিক-উদিক হলেই ট্রাফিক পুলিশ এসে গাড়ির নম্বর টুকে নেবে। তারপর পরে পাকড়াতে এসে দেখবে, এ কী, ছিল গাড়ি হল লরি—এ কী ব্যাপার! তারপর দাতারামের কাছে শুনবে সে-রাত্রে সে লরি বার করেনি। 'লরিকা কোই বাত নেহি।' বলে পুলিশের সঙ্গে বাতচিত করবে দাতারাম।"

www.MurchOna.com

"এবং চিত হয়ে শুয়ে শুয়ে বাত আরাম করছিল দাতারাম।" আমি যোগ করি।

"ওষুধের শিশি, বাতের মালিশ, ডাক্তারের সার্টিফিকেটে বেতো পা সবই সে দেখাতে পারবে। তাজ্জব হয়ে ফিরে যাবে পুলিশ।"

হ্যাঁ, ইতুর মাথা আছে বটে! মুখ ফুটে বলতে বাধলেও মনে-মনে মানতে হয় আমায়।

"আর কী হুকুম আছে বলুন ইতুদি।"—হর্ষবর্ধন জানতে চান।

"সন্ধের ঢেব আগেই গাড়ি নিয়ে আসবেন। আমরা তৈরি থাকব। হ্যাঁ, আরেকটা কথা—ট্রিংকা থেকে খান পঞ্চাশেক চিকেন স্যাভউইচ টিফিন- ক্যারিয়ার ভরতি করে আনবেন। খিদে পেলেই টুক-টাক খেতে হবে তো?"

কথাটায় আমার সর্বান্তঃকরণ সায়। "নিশ্চয়। হাত-মুখ না চললে কি মাথা চলে? মাথা চালাতে হলে আগে মুখ চালু রাখতে হয়। মুখের মধ্যে চালান দিতে হয় কিছু-কিছু—মাঝে-মাঝেই।"

"বেশ, ক্যারিয়ার ভরতি করে আনব। তা ছাড়াও আরও খাবারদাবার আনব সঙ্গে।" বলে হর্ষবর্ধন বিদায় হন।

এলেন সন্ধের মুখে। হাতে প্রকাণ্ড ক্যারিয়ার। সাথে গোবর্ধন! গাড়ির নম্বর-প্লেট বদলানো হল। গাড়ির পেছনদিকের আলোটাও খুলে ফেলল ইতু—"না, কাজ নেইকো। আমাদের আলো ধরে আর সবাই ফলো করতে পারে।"

আমরা সবাই মহাজাতি সদনের উদ্দেশে উধাও হলাম। কাছাকাছি যেতে-যেতেই দেখি সদনের সামনে অনেকগুলি গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে সারি সারি। অন্যসব প্রতিযোগীর গাড়ি। হন্যে হয়ে আমাদের আগেই তারা এসে পৌঁছেছে।

"সো মেনি হেড্‌স্ আর কমপিটিং!" বিস্ময়ের আতিশয্যে আমি মাতৃভাষা ভুলে যাই, আমার মুখ ফসকে ইংরেজি বেরয়।

"হেড্‌স্? হেড্‌স্ কোথায় পাচ্ছ দাদা?" ইতু আপত্তি করে, "বলো যে—সো মেনি পেয়ার অব লেগ্‌স্।"

"পেয়ার অব লেগ্‌স্?"

"লেগ ছাড়া আর কী? লেগের দ্বারা কিছু হবার নয়। কেবল ছুটোছুটিই সার। এক্ষেত্রে মাথাই একমাত্র কাউন্ট করে।"

"মানে তোর মাথা!" আমি সায় দিই। মানে-মানে দিতে হয় আমায়।

আমরা সেখানে গিয়ে হাজির হতেই সবাই বলে ওঠে—"এই যে এসেছেন! এসে গেছেন!" দেখলাম সুমিতরা দুভাই এসেছে, অশোক আর দিলীপ, চেনা-অচেনা আরও অনেক এসেছে।

গদাই লস্করের প্রতিনিধি একটি লোক, না-কিশোর না-যুবক, এগিয়ে আসে—"আপনাদের প্রতীক্ষাতেই ছিলাম আমরা। সবাই আপনাদের এসে গেছেন। গদাইবাবুর পক্ষ থেকে আমি আপনাদের ধন্যবাদ জানাই।" বলে তিনি আমাদের একটি করে সিলকরা খাম আর একটা করে প্যাকেট হাতে-হাতে ধরিয়ে দেন।

প্যাকেটটা হাতে নিয়ে ইতু প্রশ্ন করে—"এটা কী?"

"চিনেবাদাম।" ছেলেটি জবাব দেয়—"খিদে পেলে খাবেন রাস্তায়। চিনেবাদামে জোর হয়—এনার্জি দেয়।"

www.MurchOna.com

"চিনেবাদাম আমাদের চাইনে।" হর্ষবর্ধন বলেন : "সঙ্গে স্যান্ডউইচ আছে।"

"না না, চাই বইকি। অবশ্যই চাই।" আমি হাত বাড়াই।

এক প্যাকেট আমার হাতে আসে—"আর তিন প্যাকেট? ওদের জন্যে।"

"ওঁরা তো বলছেন চাইনে।"

"কে বললে? এখন বলছেন চাইনে, পরে আবার আমার ভাগে ভাগ বসাবেন।"

চার প্যাকেট চীনেবাদাম বাগিয়ে আমি গাড়িতে গিয়ে বসি। ইতু খামখানা খুলে পড়তে থাকে।

ইতু বসে স্টিয়ারিং হুইলে। আমি ইতুর পাশে। পেছনের আসনে শ্রীমান গোবর্ধন এবং তস্য দাদা।

"সঙ্কেত-বাক্যটা কী রে?" বাদাম চিবুতে চিবুতে আমি শুধোই।

"ইচ্ছাময়ী তারা তুমি!" ইতু জানায়।

"আর খামের ভেতরে কী লিখেছে?"

"তা-ই তো ভাবছি। মাথামুণ্ডু কিছুই ভেবে পাচ্ছিনে। ছড়ার মতন একটা...ছড়ায় বাঁধা একটা ধাঁধা—"

"এক ফোঁটা নয়কো খাবার—
চারিধারে থৈ থৈ জল!
জল আর জল শুধু খালি!
দুয়ে দুয়ে চার হয় কারও,
কারও মতে বেশি হয় আরও।
কয়ে আকার দিয়ে লয়ে
হ্রস্বই দিলেই হয় কালি।"

"বাবা!" বলে আমি চিনেবাদামে মন দিই। ধাঁধা আমার মাথায় কখনও খেলে না। তাই আর ধাঁ করে মাথা ঘামাইনে আমি।

"কালী? নিশ্চয় কালীঘাট। কালীঘাটের কাছে জায়গাটা।" হর্ষবর্ধন আবিষ্কার করেন।

"আর সেখানে জলও আছে আবার—কালীগঙ্গা!" গোবর্ধনের অনুযোগ।

"না মশাই, না।" এবার অমি না বলে পারি না—"থৈ থৈ জল যদি কোথাও থাকে তো লেকে। বালিগঞ্জের লেকে।"

"কোথায় কালীঘাট, কোথায় বালিগঞ্জ!" গোবর্ধন হাতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দেয়—"লেকের জল বুঝি খাওয়া যায় না? খেলে কে আটকাচ্ছে? এক ফোঁটা নয়কো খাবার, বলেছে যে তা হলে?"

"কলেরা হতে পারে খেলে।' গোবরাকে বলি।—"সেইজন্যেই।"

"কিন্তু কলেরার জীবাণুরা তো জল খেতে বাধা দেয় না! টিকা নিয়ে খাও না—যত খুশি!" জবাব দেয় ইতু আমার কথার।

"তা হলে?" হর্ষবর্ধন জিজ্ঞাসু হন।

"দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির মধ্যেই এর কিনারা আছে মনে হয়।" ইতু মাথা নাড়ে—"দুয়ে দুয়ে চার হয় কারও, কারও মতে বেশি হয় আরও। এমন কথা যারা বলে তারা আস্ত গাধা!"

ওদিকে কোথায় যাব তার কোনো ঠিকানা নেই। কিন্তু আমাদের গাড়ি তীরবেগে ছুটে চলেছে।

www.MurchOna.com

দেখতে দেখতে সুমিতদের গাড়ি আমাদের ছাড়িয়ে গেল। আমরা তাদের পেছনের আলোর অনুসরণ করে চললাম। মনে হচ্ছে, ধাঁধায় তারা কোনো কিনারা পেয়েছে একটা। ওদের পেছনে লেগে থাকাই ভালো।

চৌরাস্তার মোড়ের ট্রাফিকের লাল আলোর নিশানা দেখে সুমিতদের গাড়ি আগে বেরিয়ে গেল, চোখের উপর দিয়ে চলে গিয়ে দৃষ্টির আড়ালে মিলিয়ে গেল!

লাল আলো সত্ত্বেও পেরুবার তালে ছিল ইতুও, কিন্তু অন্যদিকের ট্রাম চলতে শুরু করায় থামতে হল তাকে। এবং হঠাৎ এমন ব্রেক কষল ইতু যে আমরা সবাই বেশ নাড়া খেলাম।

আর ঠিক সেই মুহূর্তেই হৃষ্টপুষ্ট এক ভদ্রলোকের গাড়ি এসে ধাক্কা মারল আমাদের পেছনে। থামতে-থামতেই মেরেছিল ধাক্কাটা, তাই তেমন কিছু মারাত্মক হয়নি, কিন্তু তাতে আমরা নাড়ার উপর আবার একটা চাড়া খেলাম।

এই নাড়াচাড়ার থেকে সামলে উঠছি এমন সময়ে পেছনের ভদ্রলোক (তিনিই চালাচ্ছিলেন নিজের গাড়ি) অভিযোগ করলেন—"পেছনে আলো জ্বলছে না কেন মশাই?"

"জোনাকি নাকি যে পেছনে আলো জ্বলবে?" ইতুর সাফ জবাব—"জানেন মশাই, এটা হচ্ছে মোটরকার।"

ইতিমধ্যে মোড়ের পাহারাওয়ালাটাও অকুস্থলে এসে গেছে—"পেছনের আলোর কী হল?"

"ছিল তো!" বলল ইতু—"এই ভদ্রলোকই জানেন। উনিই ধাক্কা মেরে ভেঙেছেন। ওঁর ইঞ্জিনের মধ্যেই কোথাও সেঁধিয়েছে হয়তো।"

"না না। আলো না থাকার জন্যই তো এই ধাক্কাটা লাগল—" ভদ্রলোক প্রতিবাদ করেন—"সামনের গাড়িটায় আলো ছিল না আদপেই।"

পাহারাওয়ালা ভগ্নদশাপ্রাপ্ত আলোর টুকরোর অনুসন্ধান করে, কিন্তু কোনো তলাশ না পেয়ে আমাদের গাড়ির নম্বর তার নোটবুকে টুকতে থাকে।

"নম্বর নিচ্ছে রে!" আমি ফিসফিস করি।

"নিকগে।"

"লাইসেন্স দেখি দিদিমণির!" পাশে এগিয়ে আসে পাহারাওয়ালা।

"ইচ্ছাময়ী তারা তুমি!" ইতু উত্তর দেয়।

"কী বলছেন আপনি? হ্যাঁ?"

"চারিদিকে জল শুধু খালি। দুয়ে দুয়ে চার হয় কারও, কারও মতে বেশি হয় আরও। ক-য়ে আকার দিয়ে ল-য়ে হ্রস্বই দিলে—"

"লাইসেন্স দেখান। নইলে থানায় ধরে নিয়ে যাব সবাইকে।"

"ল-য়ে হ্রস্বই দিলে হয় কালি!" ইতু কথাটার উপসংহার করে।

"কীসব আবোল-তাবোল বকছেন?"

"কেন ঝামেলা বাড়াচ্ছেন ইতুদি, চাপা দিয়ে চলে যান ব্যাটাকে—" হর্ষবর্ধন বাতলান।—"তারপর যা ফাইন করে, যত টাকা লাগে দেখা যাবে।"

আর বলতে হয় না।

ইতুর চাপল্যের আশঙ্কায় পাহারাওয়ালা তিন পা পিছিয়ে যায়—"কিছু টেনেছে আলবাত!" মুখ থেকে শোনা যায় তার।

এর মধ্যে সবুজ আলো দেখা দিতেই ইতু তরিদ্বেগে চালিয়ে দিয়েছে গাড়ি।

www.MurchOna.com

"নম্বর নিয়ে রেখেছে। মরবে বেচারা দাতারাম।" আমার দুঃখ হয়।

"বাতে সে-রাতে কাত হয়েছিল প্রমাণ করতে পারবে।" ইতু সাফাই দেয়।

"দু-চারখানা স্যান্ডউইচ চালিয়ে দিন তো হর্ষবর্ধনবাবু, চেখে দেখি।" আমার চীনাবাদামগুলি সাবাড় করে হাত বাড়াই আবার।

ইতু আওড়াতে থাকে :

"এক ফোঁটা নয়কো খাবার,
চারিদিকে জল শুধু খালি।
দুয়ে দুয়ে চার হয় কারও,
কারও মতে বেশি হয় আরও!
কয়ে আকার দিয়ে লয়ে
হস্বই দিলে হয় কালি।"

"আমরা পাঠশালায় পড়েছিলাম।" গোবর্ধন জানায়—"ক-য়ে আকার ল-য়ে হস্বই কালি, গ-য়ে আকার ল-য়ে হস্বই গালি, ট-য়ে আকার—"

"হয়েছে, হয়ে গেছে।" স্টিয়ারিং হাতেই লাফিয়ে ওঠে ইতু। গাড়িটাও লাফিয়ে ওঠে। ফুটপাতের উপরেই একেবারে।

ভাগ্যিস কেউ হতাহত হয়নি। গাড়িটাকে পথে এনে ইতু বলে—"নিশ্চয় কোনো ইস্কুল বাড়ির কাছে। আমি জানতাম।"

গোবরা ইতুর কথায় কান দেয় না, নিজের অধীত বিদ্যা উদ্‌গিরণ করতে থাকে—"ট-য়ে আকার ল-য়ে—হস্বই দিলে হয় টালি—"

"গোবরা ভায়া, আর বেশি টালাটালি কোরো না। নাও, দুখানা স্যান্ডউইচ চাখো। তোমার টালবাহানা রাখো।" আমি বলি।

"পেয়ে গেছি।" ইতু এবার না-লাফিয়েই উৎসাহ প্রকাশ করে : "জানতাম পাবই। বার করতে পারবই আমি। টালার জলের ট্যাঙ্কের ধারেকাছে কোনো ইস্কুল-বাড়ি।"

"কী করে হল শুনি?" সন্দিগ্ধ সুরে শুধোই।

"টালার ট্যাঙ্কে জল থৈথৈ করে কিন্তু তার এক ফোঁটা কি কেউ খেতে পায়? আর তার আশপাশে কোনো ইস্কুল কি কর্পোরেশনের পাঠশালা আছে নিশ্চয়, যার বিদ্রাদিগগজরাই দুয়ে দুয়ে যোগ করতে পাঁচ কী সাত করে বসে! ঠিক তোমার মতোই দিগ্‌গজ আর কি।"

বলেই গাড়ির মুখ ইতু টালামুখো ঘুরিয়ে নেয়। তীরবেগে ছুটতে থাকে আমাদের গাড়ি।

ইস্কুল-বাড়িটা খুঁজে পেতে দেরি হয় না। তার সামনে দেখলাম একটি তরুণ কিশোর দাঁড়িয়ে। আর কারও গাড়ি তখনও এসে পৌঁছয়নি। আমরাই প্রথম।

ছেলেটি আপনমনে নিজের গেঁফে তা দিচ্ছিল—যে-গোঁফ তার গজায়নি দেখে আমি তাকে বললাম—"তাওয়ালে কি গোঁফ হয় ভাই? কামাতে হয়। গোঁফ আর টাকা দুই-ই হচ্ছে কামাবার জিনিস।—কামালে বাড়ে।"

"হল না!" বলল ছেলেটি। "কামানার কোনো কথাই নেই সঙ্কেতে।"

ইতু আমার পাশ থেকে বলে উঠল "—তনয়ে তারো তারিনি।"

"তাও হল না।" ছেলেটি আবার মাথা নাড়ল।

"যত করি তাড়া নাহি পাই সাড়া—উঁহুঁহুঁ।" বলতে গিয়ে ইতু নিজেই চেপে যায়।

www.MurchOna.com

"উঁহুঁহুঁ—তাড়াহুড়োর কাজ নয়।" আমি বাধা দিই ; "জানিস, শাস্ত্রে বলেছে—'ততই পড়িবে মারা তুমি, যতই করিবে তাড়া তুমি!'"

"একটুখানি হয়েছে।"

"ইচ্ছাময়ী তারা তুমি।" চেঁচিয়েও ওঠে ইতু সঙ্গে সঙ্গে।

"হ্যাঁ, এইবার হল। এই নিন, আপনাদের খাম।"

খামের উপর লেখা নতুন সঙ্কেত : "ব্যারাম হবার আগেই সারাও—ঢং ঢঙা ঢং।"

"এ যে একেবারে নতুন ঢঙের দেখছি!" বলতে হয় আমার—"দ্যাখ তো খামের ভেতরে কী লিখেছে?"

দেখেশুনে আওড়ায় ইতু—

"বিপদে সবার আগে ধায়
ফিরে আসে সকলের প্রান্তে।
আগুনের বাক্সের ভেতরে তাকাও যদি
তা হলেই পারবে যে জানতে।"

আমি বলি—"হ্যাঁ দিদি, ধাঁধা বটে একখান। বলি তোর কানে যে একান্তে।"

"খুব বড় কবি তুমি, বুঝতে পেরেছি। এখন আমায় একটু মাথা ঘামাতে দাও তো!" ইতু চটে যায়।

"হ্যাঁ, হ্যাঁ—মাথা ঘামাতে দিতে হবে বইকি! মাথা তো আমাদের একটাই ওই!" দেখিয়ে দিয়ে! আমি কই!

"তা সত্যি, আমাদের চারজনার মাথাই তো ইতুদি।" হর্ষবর্ধন সায় দেন।

"ব্যারাম হবার আগেই সারাও যখন বলছে তখন বুঝতে হবে কোনো ডাক্তার—" ইতু বিড়বিড় করে।

"কিংবা ডাক্তারখানা।" আমি ওর বিড়ম্বনা বাড়াই।

"আর ঢং ঢঙাঢং হচ্ছে ডাক্তারের দরজার কলিংবেল।"

"আর আগুনের বাক্স হচ্ছে আর কিছু না"—হর্ষবর্ধন বাতলান, "দেশলায়ের বাক্স আলবত।"

"ডাক্তারটা নিশ্চয় সিগারেট খায়।" গোবর্ধন বার করে।

"তা হলে বুঝতে হবে যে ব্যারাম হবার আগেই সারাবার এ-ডাক্তার নয়। ভুগিয়ে মারার ডাক্তার।"

"কী করে জানলেন?" হর্ষবর্ধন জানতে চান।

"সিগারেট খেলে ক্যানসার হয় কে না জানে! খবরের কাগজে কতবার লিখেছে। সেই ক্যানসার হবার আগে সারাতে হলে সিগারেট না খাওয়াই উচিত, কিন্তু এই ধাঁধার ডাক্তারটি কিম্বা ডাক্তারের ধাঁধাটি—"

"ডাক্তারই হবে।" ইতু আমার কথায় বাধা দেয়—"আমার জানা দুজন ডাক্তার আছে, চলো তাদের কাছে যাই।"

প্রথমে আমরা ডাক্তার মুখার্জির বাড়ি গেলাম। পদ্মপুকুরের দিঘি ছাড়িয়ে ল্যান্সডাউন রোডের মোড়ে।

দেখলাম তাঁর দরজা বন্ধ। কলিংবেল টিপে খুব জোর ঢং ঢঙা ঢং করতেই উপরের আলসেয় এসে মুখ বাড়ালেন ডাক্তারবাবু—"কে? কী চাই?"

"আমরা আপনার দেশলাইয়ের বাক্সটা দেখতে চাই একবার।" ইতু ঘোষণা করল।

www.MurchOna.com

"দেশলায়ের বাক্স? কেন, কীজন্যে?" ডাক্তারবাবু তো হতবুদ্ধি।

"আমরা যখের ধনের খোঁজে বেরিয়েছি"—ইতুর পুনরুক্তি—"ব্যারাম হবার আগেই সারাও। ঢং ঢঙা ঢং!"

"ঢং করবার আর জায়গা পাওনি?" ডাক্তারবাবু আলসের জানলা সশব্দে বন্ধ করে অদৃশ্য হলেন।

"অতঃপর, আমাদের জানাশোনার মধ্যে, বাকি রইল ডাঃ রায়।" ইতু বলল—"চলো যাই, সেখানেই একবার চেষ্টা করে দেখা যাক।"

আমি বললাম—"কলকাতায় কি ডাক্তারের অভাব আছে? অলিগলিতে ছড়ানো। কাছাকাছি আর কারু কাছে গেলে হয় না?"

"উঁহুঁ"—এ-ডাক্তার নিশ্চয় আমাদের জানাশোনার মধ্যে। গদাইলস্কর মশাইকে আমরা ঠিক ধরতে পারছি না"—ইতু ব্যক্ত করে—"তা হলেও নিশ্চয় তিনি আমাদের চেনাজানার ভেতর। নইলে শুধু আমাদের আর আমাদের পরিচিত লোকদেরই কেবল চিঠি দেবেন কেন?"

"সেকথা যদি বলিস তা হলে বলতে হয়—" আমার আশঙ্কা প্রকাশ করি—"ডাক্তার রায় ঠিক আমার উলটো, এতক্ষণে নির্ঘাত খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়েছেন তিনি।"

"আপনার উলটো কেন?" হর্ষবর্ধন জিজ্ঞেস করেন।

"হামেশাই তিনি বলেন যে গেট আপ অ্যাট ফাইভ অ্যান্ড গো টু বেড অ্যাট নাইন—আমাদের সবাইকেই বলে থাকেন। এবং তিনি নিজেও ঠিক তা-ই করে থাকেন।"

"আপনার উলটো হল কোথায়?" গোবর্ধন জানতে চায়।

"আমার হল—গেট আপ অ্যাট নাইন অ্যান্ড গো টু বেড অ্যাট ফাইভ।"

"এত ঘুমোতেও পারেন আপনি মশাই!"

"সবার মতো আট ঘণ্টা হল আমার ডিউটি। সেই আট ঘণ্টাই জেগে থাকা আমার কাজ।"

"কাজটি কী করেন তখন—জানতে পারি?"

"যত কাজ, খওয়াদাওয়া, দাঁতমাজা, আঁচানো, চুল আঁচড়ানো, খবর-কাগজ দেখা, গল্পের বইটই পড়া সব এই আট ঘণ্টার ভেতর।"

"তা হলে লেখেন কখন আপনি।"

"কেন, পরের দিন।"

ডাক্তার রায়ের বাড়ি সেই বিবেকানন্দ রোড আর চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউর জংশনে। পদ্মপুকুরের থেকে দূর পাল্লা। ছুটলাম।

যা ভাবা গেছল। ডাক্তার রায়ের কেবল যে সদরের কোলাপসিবল বন্ধ তা-ই নয়, দোতলা তিনতলার সব বাতি নেভানো। চাকরবাকরসমেত সবাই মিলে নটায় শোবার ডাক্তারি ব্যবস্থা পালন করেছেন।

খিড়কির ধারের দরজাটা খোলা ছিল। ইতু বলল—"এধার দিয়ে ঢোকা যাক। দেশলায়ের বাক্সটা নিশ্চয় তিনি কোলে করে ঘুমোচ্ছেন না। নিশ্চয়ই তাঁর রুগি দেখার ঘরে পড়ে আছে।"

পা টিপে টিপে আমরা সেঁধুলাম। ডাঃ রায়ের রুগি দেখার কক্ষে ঢুকে টেবিল

www.MurchOna.com

ড্রয়ারগুলো হাতড়ে দেশলায়ের বাক্সটা হাতাবার চেষ্টায় আছি, এমন সময়ে পেছন থেকে এক আওয়াজ—''হাত তোলো।

বলবার দরকার ছিল না। আওয়াজ পাবার সাথে সাথেই আমরা টেবিলের থেকে হাত তুলে ফেলেছিলাম।

কিন্তু পিছনের ধ্বনি শোনা গেল—

''না, না। মাথার উপরে হাত তোলো। হাত তুলে দাঁড়াও। দেখছ না আমার হাতে কী আছে?''

মাথায় হাত তুলে আমরা পেছনে ফিরে দেখি, ডাঃ রায় রিভলভার-হাতে কখন দরজার কাছে এসে খাড়া হয়েছেন।

''কী করছ এখানে তোমরা?''

''আপনার দেশলায়ের বাক্সটা খুঁজছিলাম।'' ইতু জানায়।

''বটে? বাজারে আর দেশলাই নেই? এত রাত্রে, এখন শোবার সময়—''

শুনতেই আমার মনে হয়, কথাটা ডাক্তারবাবুকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া দরকার। এই শোবার সময়ে তিনি বিছানায় না থেকে নিচে নেমে এসেছেন কেন? গো টু বেড অ্যাট নাইন—তাঁরই সারমনের কথাটা তাঁকে মনে করিয়ে দেওয়া উচিত।

কিন্তু হাতে পিস্তল দেখে প্রতিবাদের আর সাহস হল না। তা ছাড়া, ঘুম কিন্তু আমার মতন সবার হাতে বাধ্য নয় যে ঘড়ি ধরে শুতে গেলেই তিনি কাঁটায়, কাঁটায় আসবেন। এ তো আর আমি নই যে দিবসে-নিশীথে যেখানে-সেখানে নিদ্রাটি আছে সাধা। সাধবার পর্যন্ত দরকার করে না। বিছানায় গড়ালেই পাঁচ মিনিটের মধ্যে নাক গড়গড় করে ডাকতে থাকে। আমার মতন ডাকসাইটে ঘুম ভাই সবাই কি পায়?

''একী, আর কথা নেই যে কারও? এত রাত্রে এখানে কী হচ্ছিল তোমাদের?''

''ব্যারামের আগেই সারাও—ঢঙা ঢং!''

''অনেক ঢং দেখেছি, আর ঢঙ দেখতে হবে না।'' ডাক্তরবাবু রূঢ়কণ্ঠে কন—''এসব ঢঙের কোনো মানে হয় না আমার কাছে।''

''আপনার কাছে যদি এর কোনো মানে না থাকে—'' আমি জানাই—''তা হলে আমরাও এখান থেকে মানে-মানে চলে যেতে চাই।''

''তা-ই যাও।'' তাঁর সাফ জবাব : ''এ-রাত্রে ফের যদি এমুখো হয়েছ তা হলে দেখছ তো আমার হাতে এই রিভালভার? যাও, বিদেয় হও! আমায় নিশ্চিন্দি হয়ে ঘুমোতে দাও এখন।''

এই দুর্ঘটনার পর আমরা আস্তে-আস্তে মোটরে এসে উঠি। এসপ্ল্যানেডের দিকে গাড়ি ঘোরায় ইতু। তারপর চলতে শুরু করে আর থামে না।

রিভলভার দেখার পর থেকে বর্ধন ব্রাদার্সও কেমন যেন চুপসে যান। চুপচাপ হয়ে পড়ে থাকেন পিছনে।

দুভাইকে উৎসাহ দেবার জন্য প্রয়োজন বোধ করি আমি আর সেইসঙ্গে নিজেও উৎসাহ পাবার। বলি—''আসুন, আরেক প্রস্থ স্যান্ডউইচ খাওয়া যাক—''

''খাচ্ছি তো—'' পিছন থেকে উত্তর দেন হর্ষবর্ধন।

''দাদা যা খাচ্ছে তার ডবল খাচ্ছি আমি—'' বলে ওঠে গোবর্ধন—''ফিনিশ করে এনেছি প্রায়।''

www.MurchOna.com

রিভলভারের চেয়েও বেশি কার্যকর হয় গোবর্ধন-বাক্য। আমি যখের ধনের তাবৎ উৎসাহ হারিয়ে ভাবতে থাকি বাড়ি ফেরার—আমার বিছানায় ফিরে লম্বা হবার কথা।

ততক্ষণে মহাত্মা গান্ধি রোডের কাছাকাছি এসে পড়েছি আমরা। বাঁদিকে দমকলদের আস্তানা। তা-ই-না দেখে ইতু উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে—"এই যে—এই তো! পেয়ে গেছি! পেয়ে গেছি!" বলে বাঁ হাত বিস্তার করে দেখায়।

"দমকল কি কখনো দেখিসনি যে এমন বেদম হচ্ছিস।"

"বেদমকল বলো।" বলে ইতু—"কী ছিল ধাঁধাটা?"

"বিপদে সবার আগে ধায়, ফিরে আসে সকলের প্রান্তে।" আমার স্মৃতি-সমুদ্র মন্থন করি—"আগুনের বাক্স যেথায় সেখানেই পাবে তাহা জানতে।"

"দমকল ছাড়া আর কে? ঠিক বলেছ ইতুদি।" হর্ষবর্ধন সায় দেন—"আমাদের কাঠ-গুদামে আগুন লেগেছিল একবার। একমিনিটের মধ্যে এসে হাজির। আগুন- টাগুন নিভিয়ে সবশেষে চলে গেল লোকগুলো।"

"আর ঢং ঢঙা ঢং?" গোবর্ধনের বাক্য—"সেটাও বেশ মিলছে দাদা।"

"আগুনের বাক্স হচ্ছে—দমকলের বাক্স—সেইটা এখনও খুঁজে বার করতে হবে। আমার অবচেতন মনই আমায় বাতলাচ্ছিল যে এখানেই পাওয়া যাবে, দেখলে তো? সেই মনই আমাকে এই পথে টেনে এনেছে। অবচেতন কাকে বলে জানো দাদা"—ইতুর জিজ্ঞাসা—"অবচেতন?"

"নব চেতন দিচ্ছিস আমায়?" আমি বলি! কিছুটা আহতচেতন হয়েই বলি বুঝি।

"কী আর জানো তুমি? খালি খেতে জানো আর ঘুমোতে জানো।"

"ওই দুটোই তো জীবনের আসল জানা—জানলে ইতুদি?" হর্ষবর্ধনবাবু আমার পক্ষে সায় দেন এতক্ষণে—"ও-দুয়ের মতন জিনিস আর হয় না দিদি।"

বলে ঢেকুর তোলেন একটা বিরাটরকমের—স্যান্ডউইচের ঢেকুর।

কাছাকাছিই দমকলের বাক্সটা পাওয়া গেল। ভেতরে অনেকগুলি লেফাফা, তার একখানা আমরা তুলে নিলাম।

খাম খুলে দেখা গেল, লেখা আছে :

"স্বর্গ থেকে অর্ধ মাইল নরক হতে এক কদম
ধর্মের ন্যায় অর্থতত্ত্ব গুহার মধ্যে বদহজম।"

আর সঙ্কেতবাক্য দিয়েছে—"সাবধানে পথ চলবে।"

"এবার আমি বলতে পারব।" ঘাড় নাড়ি আমার—"আমি এবার বলতে পারি। ওতে বলেছে যে টাকার খবরটা ধর্মতত্ত্বের মতোই গুহার ভেতর জমে রয়েছে। সেই গুহাটা খুঁজে বের করতে হবে।"

"কী করে বুঝলেন?" হর্ষবর্ধন জানতে চান।

"শাস্ত্রবাক্য কিনা! শাস্ত্রবাক্য মাত্রই বদহজম। আর, শাস্ত্রেই বলেছে ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্।" আমি এবার একটা শাস্ত্রীয় ঢেকুর তুলি।

"নিহিতং গুহায়াম্?" হর্ষবর্ধনও বাক্যটার বিহিত করতে চেষ্টা পান।

"গুহ টাইটেলওয়ালা কোনো লোকের কাছে যেতে বলেছে না তো?" গোবরার সন্দেহ—"যে-লোকটা ভারি বদহজমে ভোগে?"

"আরে আসল ব্যাপারটা তো রয়েছে প্রথম লাইনে!" ইতু সাড়া দেয়—"জায়গাটা কোথায়? স্বর্গ হতে অর্ধ মাইল..."

www.MurchOna.com

"স্বর্গ? স্বর্গ? স্বর্গ হচ্ছে কফি হাউস।" হর্ষবর্ধন বলেন।

"ভীমনাগের দোকান।" গোবরার বক্তব্য।

"স্বর্গ হচ্ছে ইডেন গার্ডেন—" ইতুর ব্যাখ্যা—"সেখানেই আকাশবাণীর অফিস আছে আর সেইটাই স্বর্গ। আকাশবাণী তো স্বর্গ থেকেই হয়ে থাকে। দৈববাণীও বলে তাকে। দেবতার লীলাকে। আর সেইখানেই যত দেবতাদের লীলাখেলা। সেই রেডিয়ো স্টেশনে। সেখান থেকে আধ মাইল। আর নরক? নরকটা কোথায়?"

"কেন, কলকাতার কর্পোরেশন। যত চ্যাঁচামেচি হট্টগোল হাঁচড়া-পাঁচড়ি কামড়াকামড়ি সব সেইখানেই তো!" আমার গবেষণা—"নরকের একটা অংশ হচ্ছে রৌরব—সেখানেই ভীষণ হট্টগোল। কানে তালালাগানো আওয়াজ! সে তো ওই কর্পোরেশনই রে!"

"তা ছাড়া যত আবর্জনা আর জঞ্জাল...কী গন্ধ রে বাবা!" গোবর্ধন নাক টিপে সায় দেয়।—"একেবারে গন্ধমাদন!"

"তা হলে সেই নরক থেকে এক কদম। মানে তার এক ফার্লং-এর ভেতর হবে সেই জায়গাটা। আর গুহা?"

"কলকাতায় কি গুহাগহ্বর আছে আর?" হর্ষবর্দনের পাহাড়ে প্রশ্ন।

"আছে নাকি রে?" আমার জিজ্ঞাসা।

"বলো কী দাদা? পথে পথেই ছড়ানো তো! রাস্তার মাঝখানে, অলিগলির মধ্যেও মুখখোলা ম্যানহোল দেখোনি? তাছাড়া কত খাদ-খাঁদোল! আমি তো একদিন আরেকটু হলেই তার একটা-না-একটায় পড়ে যেতাম।"

"পড়িসনি তো? পড়লে আর উঠতে পারতিস নে। অকালে ভগ্নীহারা হতে হত আমায়।"

"আমি পড়লে ঠিক উঠতাম দাদা, কিন্তু তুমি পড়লে কী হত বলা যায় না। পড়তেও পারতে না উঠতেও পারতে না। আটকে থাকতে মাঝখানে।"

"ত্রিশঙ্কুর মতোই? তা-ই বলছিস বুঝি?"

"সেই ম্যানহোলটা খুঁজে বার করতে হবে।" বলে ইতুচন্দর সোজাসুজি কর্পোরেশন অভিমুখে আমাদের গাড়ি ঘোরাল।

কর্পোরেশন স্ট্রিট ধরে ঘুরে একটা গলির মোড় ঘুরতেই মোড়ের মাথায় পানওয়ালা (না, পাহারাওয়ালা নয়) সাবধান করে দেয় আমাদের—"সাবধানে গাড়ি চালাবেন দিদিমণি!"

"সাবধানে গাড়ি চালাব?" ইতু বলে—"না না, সাবধানে তোমরা পথ চলবে। এই কথাই তো।"

এই কথা শুনে পানওয়ালা মুচকি হাসে—"তা হলে এগিয়ে যান। সামনে ম্যানহোল খোলা, গর্তে পড়লেই টের পাবেন।"

"পাবই তো!" জবাব দেন হর্ষবর্ধন—"গর্ত যখন পেয়েছি তখন টেরও পাব নিশ্চয়।"

ম্যানহোলের সামনে আমাদের গাড়ি গিয়ে দাঁড়াল।

"নামবে কে এখন এর ভেতর?" ইতু শুধোয়।

"আমি না।" আমি বলি—"যথেষ্ট অধঃপাতে গেছি, এর উপর আর নিচে নামতে পারব না।"

www.MurchOna.com

"আমি নামব।" হর্ষবর্ধন কোমর বাঁধেন।

"না, দাদা! তুমি আটকে যাবে তা হলে।" গোবরা সাবধান করে—"আমরা তিনজনে মিলেও টেনে তুলতে পারব না তোমাকে।"

"তবে তুই নাম।"

"নামতাম কিন্তু নামতা আমার একদম আসে না, সেই পাঠশালার থেকেই—জানো তো দাদা।" ওজোর তোলে গোবরা।

"তা হলে আমিই নামি।" ইতুই তৈরি হয় শেষটায়।

এমন সময়ে সেই পানওয়ালা সব সমস্যার সমাধান করে একটা আঁকশি হাতে হাসতে হাসতে হাজির। আর তা-ই দিয়ে খুঁচিয়ে একটা চিঠির থলি উদ্ধার করে। আর তা থেকে একখানা খাম আমাদের হাতে দিয়ে উদ্ধার করে আমাদেরও।

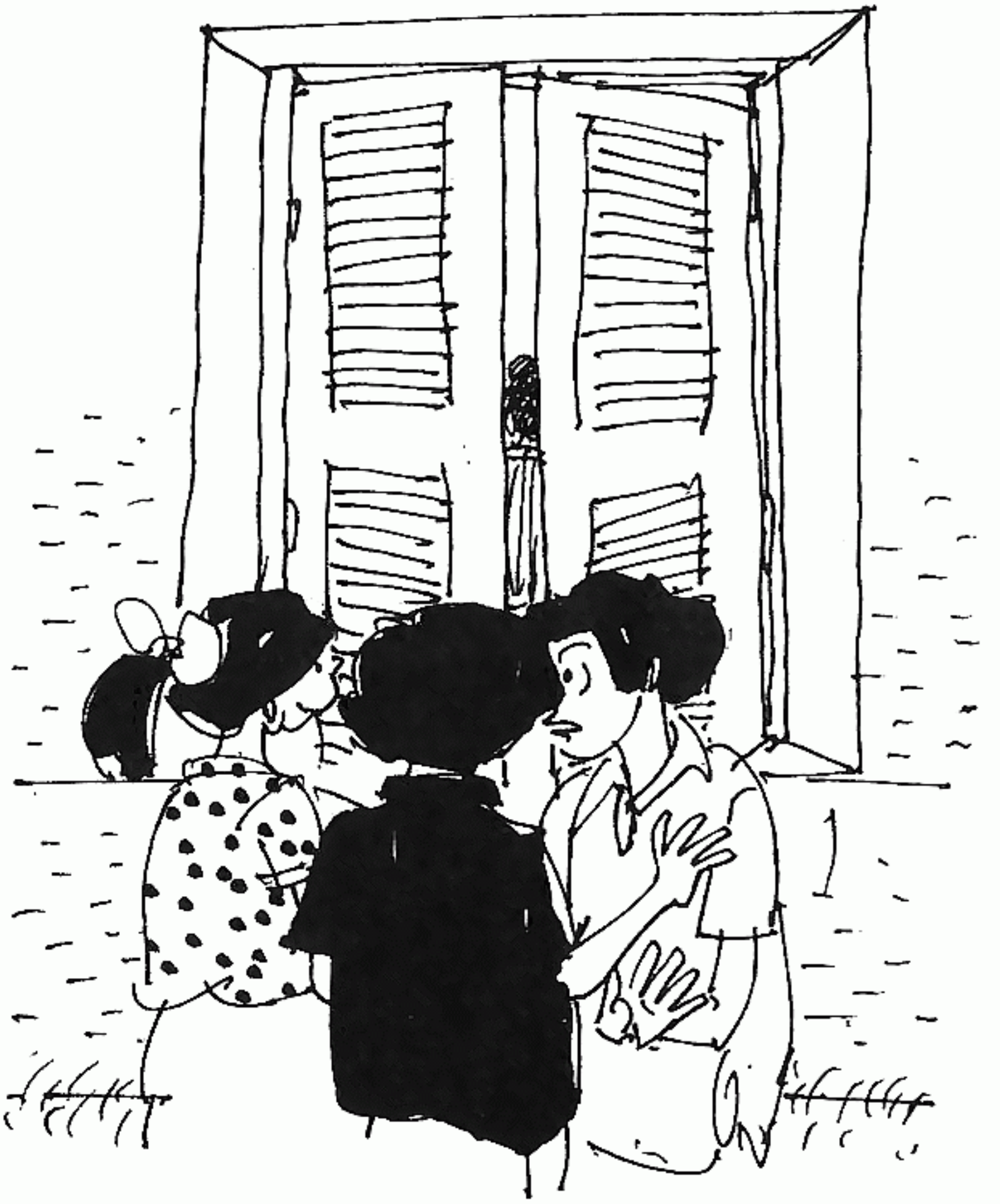

www.MurchOna.com

"শোনো, ধাঁধাটা কী দিয়েছে এবার?" ইতু প্রকাশ করে :

"মাংসের চপ দেয় ছোকরা।
টপাটপ গিলে যায় লোকরা।"

"আর সঙ্কেতবাক্য?"

"সঙ্কেতবাক্য হল 'সব ফাঁস হয়ে গিয়েছে'।"

"বললেই হল! আদৌ কিছু ফাঁস হয়নি। মোটেই তেমন সোজা নয় ধাঁধাটা যে বললেই ফাঁস হয়ে যাবে। তবে হ্যাঁ, বলতে হবে, হাঁসফাঁস করবার মতন ধাঁধা বটে! আর, বেশ লোভনীয় বলতে হয়—মাংসের চপ দেয় ছোকরা.....!" আমি আওড়াই।

"এর রহস্য তুমিই ভেদ করতে পারবে দাদা! তুমিই সারা কলকাতার রাস্তায়-রাস্তায়....আই মিন, রেস্তোরাঁয়-রেস্তোরাঁয় চপেটাঘাত খেয়ে বেড়াও।"

"মাটন কি পটাটো কি ভেজিটেবল চপ তার কিছু লেখেনি।"

"তা হলে আর কী করে বলব!" গোবরার হতাশ কণ্ঠ।

"মাটন চপ হলে কী করে বলতিস?" হর্ষবর্ধন জানতে চান।

"দেলখোস কেবিন। ওদের মাটন চপ বিখ্যাত। খেয়েছি ঢের!" গোবরা ব্যক্ত করে : "আর যদি ফিশ চপ হয়—"

"আর ফিসফাস করতে হবে না। খুব হয়েছে!" হর্ষবর্ধন দাবড়ি দেন ভাইকে।

"সেই দোকানে শুধু একটিমাত্র ছোকরা আছে সে-ই কেবল চপ দেয়। বড় বড় রেস্তোরাঁয় নয়, সেখানে অনেক ছোকরা সার্ভ করে। একটা ছোট্ট দোকানে, কলকাতার কোনো টেরে, সেই ছোকরাই হয়তো দোকানের মালিক, তারই দোকান হয়তো..." ইতু ধাঁধা নিয়ে মাথা ঘামায় : "কিন্তু চপ বলতে কী বোঝাচ্ছে কে জানে!"

আমি বলি : "সেই একটা কথা। চপও হতে পারে আবার পেঁয়াজিও হতে পারে।"

"যদি দোপেঁয়াজি হয়—" গোবরা আবার বলতে যায়।

"যাঃ। তোর আর বিদ্যে ফলাতে হবে না। পেঁয়াজি রাখ তোর—" হর্ষবর্ধন ওর গবেষণায় বাধা দেন।

"কলকাতার হেন জায়গা নেই যে আমি খাইনি তা ঠিক—আমি বলি, "তবে কোন জায়গাটা ঠিক ঠাওর করতে পারছি না। তুই ঠিক বলেছিস ইতু, কোনো নামকরা জায়গা নয়, অলিগলির মধ্যে কোথাও। বেলেঘাটার এক বস্তিতে এইরকম একটা দোকানে খেয়েছিলাম বটে। একটি ছেলে চপ ভাজছে আর সবাইকে দিচ্ছে, কিন্তু সেটা তো চোর গাঁটকাটাদের আড্ডা।"

"তা হলে সেইটেই হবে। সেখানে কেউ বসে খায় না তো? বসবার জায়গাও নেই, কেমন তো?"

"হ্যাঁ তাই ; আমিও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেয়েছি ভাই।"

"ওখানে যারা যায় তাদের দাঁড়াবার তর সয় না, বসবারও ফুরসত নেই! তা-ই না দাদা? পকেটমার তো সব। পকেট কেটে এসেই চা নিয়ে বসে, আর চপ নিয়ে গিলেই আবার ফের পকেট কাটতে বেরিয়ে পড়ে। এই লাইনটাতে সেইরকমই বলেছে—টপাটপ গিলে যায় লোকরা। মানে গিলে চলে যায়। 'চলে' কথাটা উহ্য রয়েছে এখানে!"

"গুহ্য কথাটা উহ্য রেখেছে। ঠিক বলেছ ইতুদি।" হর্ষবর্ধন ঘাড় নাড়েন।

"আমি তো আগেই বলেছিলাম!" গোবরা বলে, "যে আলুর চপ হলে আমি বলতে পারব না। তবে হ্যাঁ, যদি মাটন চপ হত—"

www.MurchOna.com

"তা হলে আমরা বেলেঘাটার দিকেই যাই।" ইতু গাড়ির মোড় ঘোরায়।

দুনম্বর ব্রিজের কাছাকাছি এসে দেখি শ্যামলদের গাড়ি খালের ধারে কাত হয়ে রয়েছে, বাঁকা শ্যামের মতো শ্যামল ত্রিভঙ্গিমায় অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে।

"এ কী ব্যাপার?" শুধাই শ্যামলকে।

"গাড়ি উলটে গেছে।"

"তা তো দেখতেই পাচ্ছি। তোমার বন্ধুরা সব গেল কোথায়?"

"গাড়ি তুলবার জন্যে লোক জোটাতে গেছে। আমি গাড়ির পাহারায় রয়েছি।"

"আর সবাই? সুমিত, অশোক, গোপাল, সুকান্ত, দিলীপ—এদের গাড়ি সব গেল কোনদিকে?"

"দিগ্বিদিকে! কোনো ঠিকানা নেই।" শ্যামল জানায়, "তবে শৈবাল, সিতু, জুলু আরও জনকতককে চৌরঙ্গিতে পুলিশে পাকড়েছে।"

"পুলিশ? বাপ রে!" হর্ষবর্ধন আঁতকে ওঠেন : "কেন গো?"

"ট্রাফিক আইন ভেঙেছিল বলে।"

"পালাতে পারল না?" গোবরার অনুসন্ধিৎসা।

"পুলিশের হাত থেকে পালাতে পারে কেউ?" শ্যামল বলে: "যদি কোনো রকমে ধরা পড়ে একবারটি?"

"যাক ভালোই হয়েছে!" ইতুর অভিমত ; "পুলিশ আর ভগবান যা করে ভালোর জন্যেই করে। আমাদের পথের কাঁটা দূর হয়েছে।"

"তোমরা এদিকে যাচ্ছ কোথায়?"

"চপ খেতে। এক জায়গায় এক ছোকরা খাসা চপ—"

"চপ!" ধমক দেয় ইতু।

"চেপে যা।" চাপ দেন হর্ষবর্ধন।

গোবর্ধন চুপসে যায়।

অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে এখন আমরা বেলেঘাটার সেই বস্তির দিকে এগুলাম। নিশ্চিন্ত এইজন্যে যে, শুধু শ্যামলরা ছাড়া আর কেউ এদিকে আসেনি। স-মোটর শ্যামলরা তো কাত হয়ে পড়েছে। আর তারাই যা ভুল করে ঠিকপথে এসে পড়েছিল, বাকি সবাই ভুলপথে এগিয়ে গেছে। আর বেশির ভাগকে পুলিশে পাকড়ে নিয়ে গেছে। সারারাত তারা আজ থানার হাজতে কাটাবে। রাত্রির মতো নিশ্চিন্দি!

বস্তির কাছাকাছি গিয়ে দেখি একটা জায়গায় ভারি শোরগোল। শামিয়ানা খাটানো হয়েছে, তার মধ্যে বৃহৎ লোকজমায়েত। প্রকাণ্ড এক শালুর পোস্টার শামিয়ানার মাথায় শোভা পাচ্ছে। তাতে লেখা :

নিখিল কলিকাতা পকেটমার সমিতির রবীন্দ্রজয়ন্তী উৎসব

দেখে তো আমরা তাজ্জব। পকেটমাররাও রবীন্দ্রনাথের পুজো করছে। কবিগুরুর ভাবধারা সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে গেছে নিঃসন্দেহ। মোটর সামনে রেখে ভিড়ের মধ্যে আমরাও ভিড়ে গেলাম। দেখাই যাক-না একটু।

সভাপতি মশায়ের ভাষণ শোনা গেল—

"এক শেঠজি রবিবাবুকে একবার জিজ্ঞেস করেছিল, 'বাবুজি, আপনার কিসের বেওশা?'

www.MurchOna.com

"'আমার ব্যাবসা?' জবাব দিলেন রবিবাবু : 'এই দুই আঙুলের ব্যবসা আমার। এই দুই আঙুলেই আমার সাধনা আর আমার সিদ্ধি।'

"সেই কথা আমরাও বলতে পারি। এই পিকপকেট অ্যাসোসিয়েশনের সভ্য আমরা—আমাদেরও দুই আঙুলের কেরামতিতেই কারবার। এতেই আমাদের সর্বসিদ্ধি আর শ্রীবৃদ্ধি।

"রবীন্দ্রনাথ দুই আঙুলে কলম ধরে কাজ করতেন। আর আমাদের কাজও হচ্ছে এই দুই আঙুলে কলম ধরেই। পরের পকেটের কলম ধরে। দামি ফাউন্টেন পেন হাতসাফাই করে তুলে নিয়ে সাফ করে দিই আমরা।

"শুধু কি কলম? কলম, মানিব্যাগ, হীরে, জহরত, ঘড়ি, আংটি—যা-কিছু আমাদের এই দুই আঙুলের নাগালে আসে। এসে যায়।

"তবেই দেখুন ভাইসব, মহাকবির কাজের সঙ্গে আমাদের কাজের কোনোই ফারাক নাই। রবীন্দ্রনাথ আর আমরা এক। আমরাই রবীন্দ্রনাথের আসল ভক্ত। আদি এবং অকৃত্রিম।

"আপনারা আরও দেখুন, আমাদের কারবার আজ কত ব্যাপক। তা আজ সমাজের সব শ্রেণীর মধ্যেই চালু হয়েছে। সবাই পরের পকেট মারছে। মেরে দু-পয়সা কামাবার চেষ্টায় আছে। তা—কী রাজা-উজির, কী আমির-ওমরা, কী শিক্ষিত সজ্জন—সকলেই। পাড়ায়-পাড়ায় আজ যে এত রবিবাবুর বারোয়ারি পূজার ঘটা—আসলে জিনিসটা কী? পরের পকেট মারবার ফিকির। তা ছাড়া আর কিছু না।

"সবার কাছ থেকে চাঁদা আদায় করে বারোয়ারি পূজা করা পরের পকেট মারা ছাড়া আর কী? ছানা ধাড়ি সবার মারামারি। আমাদের মহান আদর্শ অনুসরণ করে ছেলে বুড়ো সকলেই আজ জয়ন্তী উৎসবে মেতেছে।"

"তা-ই দেখে আমরাও আজ এই জয়ন্তী করছি। আমরাও পিছিয়ে থাকব না। রবীন্দ্রনাথের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাভক্তি কারও চাইতে কিছু কম নয়। রবীন্দ্রনাথ বলে গেছেন—

এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন জিনিস।
মরণে তাহাই তুমি করে গেলে ফিনিশ।

"কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নিজে ফিনিশ হলেও তাঁর কাজ কোনোদিন ফিনিশ হবার নয়। আমাদের কাজও তা-ই। আমরাই তাঁর কাজ চালাব। চিরকাল ধরে চলবে এই কাজ। এই দুই আঙুলের কেরামতি। রবীন্দ্রনাথ কেবল কবিদের গুরু নন, ভবীদেরও গুরু। ভবীরা তাঁর কথায় ভুলেছে, ভাবীকালও ভুলবে। আমাদের সকলেরই গুরু তিনি। সবার নমস্য।

"তাই আমরাও তাঁর জয়ন্তী করব। কেবল আমাদের আড্ডা এই পাড়ার এই বস্তিতে নয়। কলকাতার অলিগলি সব জায়গাতেই গিয়ে করব। সর্বত্রই আমাদের শাগরেদ আছে তারাই সভা জমাবে। আর মালকড়ি কামাবে, আসলে এই সভা হচ্ছে, তারই মহড়া।

"কিন্তু আমাদের জয়ন্তী আর সবার মতো হবে না। আমরা কারও কাছ থেকে কোনো চাঁদা তুলব না। আমরা কারও পকেট মেরে জয়ন্তী করতে চাই না। আমরা জয়ন্তী করে পকেট মারতে চাই।

"তার পরিচয় এইখানেই পাবেন। বাইরের কোনো ভদ্রমহোদয় যদি কেউ এখানে এসে থাকেন, নিজেদের পকেটে হাত দিয়ে দেখুন, হাতে-হাতেই প্রমাণ পাবেন তার....."

শুনে সবাই আমরা চমকে উঠলাম।

www.MurchOna.com

ইতু হাত তুলে দেখাল—"দাদা, আমার হাতঘড়িটা খুলে নিয়েছে! পিকপকেট।"

আমি দেখলাম আমার কলমটা নেই পকেটে। আমার লেখার পাইলট পেনটা লোপাট।

হর্ষবর্ধন বললেন—"আমার মনিব্যাগ পাচ্ছিনে। তিনশোর বেশি টাকা ছিল তাতে.....যাকগে!....."

"আমার স্যান্ডউইচ উধাও।" জানাল গোবর্ধন—"খাব বলে পকেটে লুকিয়ে রেখেছিলাম খানকয় প্যাটিজ আর স্যান্ডউইচ।"

হর্ষবর্ধন বললেন, "তোরটা চুরি যায়নি রে গোবরা, বাটপাড়ি হয়েছে, বলতে পারিস। চোরের উপর বাটপাড়ি!"

"পিকপকেট ব্যাটাকে পাকড়াতে হবে।" বলল গোবর্ধন।—"এর ভেতরে কে মুখ নাড়ছে দেখলেই টের পাব।"

"অমন কাজটি করতে যেয়ো না গোবর্ধনবাবু। আরসব জায়গায় ধরা পড়লে পকেটমাররা মার খায়। এখানে ঠিক তার উলটোটি হবে। ধরতে গেলে আমরাই মার খেয়ে মরব। এখানে ওরাই দলে ভারী, বুঝেছ!" সতর্ক হয়ে বলতে হল আমায়।

"যাকগে, আরও স্যান্ডউইচ আছে ক্যারিয়ারে।" সান্ত্বনার সুরে গোবর্ধন বলল।

"আমারও ঘড়ি গিয়ে কোনো ক্ষতি হয়নি।" ইতু জানাল—'দাদার হাত-ঘড়িটা নেব। আমার চওড়া কবজিতে লেডিজ রিস্টওয়াচ মানায় না মোটেই। দাদার এচ এম টি জনতাই খাপ খাবে বেশ।"

"বেশ, তা হলে তোর দামি ফাউন্টেন পেনটা দিস নাহয় আমায়। তোর জন্মদিনে ডলুমাসির দেওয়া।"

"দিলাম আর কি!"

"চলুন এখন সেই ছোকরার আড্ডায় যাওয়া যাক। আলুর চপের আড়তে।" হর্ষবর্ধন বললেন।

একটু যেতেই ঘুপচির ভেতরে সেই দোকানটা দেখা গেল। একেবারে ফাঁকা, টেবিলে বেঞ্চি সব খালি পড়ে রয়েছে। চপ নয়, শিককাবাব বানাচ্ছে, ছোকরা নয়, হোঁতকা চেহারার একটা বিদঘুটে লোক—বসন্তের দাগবহুল মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি।

একটি বিবর্ণ চেহারার লোকার ক্লাস যুবক বসে ছিল কাছাকাছি একটা টুলে—বোধকরি শিককাবাবের অপেক্ষাতেই।

গাড়িটা রাস্তার উপর রেখে আমরা সেখানে গিয়ে হাজির হলাম।

গোবরাকে বসিয়ে রাখা হল গাড়িতে। কেননা আসল পকেটমারদের আস্তানায় এসে পড়েছি। চোর ডাকাত গুন্ডা বদমায়েশদের আখড়ায়। যদি ফাঁকা গাড়ি পেয়ে টায়ার ফায়ার ইঞ্জিন টিঞ্জিন মায় গাড়িটা পর্যন্ত নিয়ে হাওয়া হয়ে যায়!

"জায়গাটা এমন ফাঁকা-ফাঁকা কেন?" হর্ষবর্ধন শুধালেন।

"এদের খদ্দেররা সব এখন রবীন্দ্রজয়ন্তী নিয়ে মেতেছে কিনা, সেই কারণেই।" ইতু পরিষ্কার করে দিল।

"ঠিক বলেছিস।" আমি সায় দিলাম—"একসঙ্গে পকেট আর রবীন্দ্রনাথ দু-ই মারছে। দু-ই ফিনিশ করছে।"

হোঁতকা চেহারার লোকটি চোখ তুলে তাকাল একবার।

ইতু আর এক মিনিটও সময় নষ্ট করল না। গিয়েই কাজের কথা পাড়ল তার কাছে। তাকে বলল—"সব ফাঁস হয়ে গেছে।"

www.MurchOna.com

"অ্যাঁ?" শিককাবাব ঝলসানোর ঝাঁঝরাটা তার হাত থেকে খসে পড়ল।—"কী বলছ তুমি?"

"বলছি যে সব ফাঁস হয়ে গেছে।" আমি বললাম।

"বিলকুল।" বলল হর্ষবর্ধন। "তোমার কাছে যা আছে দাও। আমাদের তাড়া আছে যাবার।"

"আমার কাছে কিছু নেই।" বলল লোকটা—"আমার বখরা এখন পাইনি। কোনকালে পাব তাও জানি না। দলের আর-সবাই কোথায়?"

"থানায়! হাজতে।" জানায় ইতু—"পুলিশে পাকড়ে নিয়ে গেছে।"

শুনেই লোকটা শিককাবাবের উনুন ছেড়ে টেবিলের সেই ছোকরার কাছে গেল—"এই পিলটু, শুনছিস? সব ফাঁস।"

পিলটু চমকে উঠে দাঁড়াল।—"পালাই দাদা তা হলে?"

"আলবাত! এক মিনিটও আর দেরি নয়।"

"আহাহা, আমি সেকথা বলিনি।" ইতু তাদের বাধা দেয়—"আমি শুধু বলেছি যে সব ফাঁস হয়ে গেছে।"

"একই কথা!" বলে সে আর দ্বিতীয় কথাটি না বলে মেনসুইচ টিপে দোকানের সব বাতি নিভিয়ে দিয়ে পিলটুকে নিয়ে পিঠটান দিল। আমরা অন্ধকারের মধ্যে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

"কী বলতে কী হয়ে গেল!" অন্ধকারে হর্ষবর্ধনের করুণ কণ্ঠ শোনা গেল গোঙাতে।

অন্ধকারের মধ্যে হাতড়ে পা টিপে টিপে টেবিল চেয়ারের ধাক্কা সামলে কোনোরকমে তো দোকানের বাইরে এলাম আমরা। সেখান থেকে গলি পেরিয়ে সদর রাস্তায় এসে দেখি আমাদের হাওয়া গাড়ি হাওয়া।

"সেই লোক দুটো তাইতে চেপে পালিয়েছে নিশ্চয়।" ইতু বলল।

"অ্যাঁ? গাড়ির মধ্যে যে আমার গোবরা ছিল গো!" হর্ষবর্ধন আর্তনাদ করে উঠলেন।

"তাকেও নিয়ে গেছে। ছাড়লে হয় তাকে এখন!" আমি বলি—"যে-প্রকৃতির লোক এরা! হয়তো—"

"খুন করে ফেলবে নাকি?" হর্ষবর্ধন কাঁদতে থাকেন—"ওরে আমার গোবরারে। লক্ষ্মণ ভাই গোবর্ধন আমার!"

"না, না। এত সহজে কি খুন করে! মনে হচ্ছে গুম করে রাখবে। তারপরে মোটা টাকার দাবিতে ছাড়বে তাকে।"

"দেব টাকা, যত টাকা লাগে। আমার ভাই গেলে টাকা নিয়ে আমার কী হবে!"

"না, না। গোবরাকে উদ্ধার করতে হবে। আজ রাত্তিরেই আমরা তাকে উদ্ধার করব।" ইতু বলে—"আগে আমাদের একটা গাড়ি চাই। আরেকটা মোটর গাড়ি।"

"কিনে ফেলা যাক। আমি চেকবইটা নিয়ে আসি বাড়ির থেকে।" হর্ষবর্ধন কন।

"মোটর-ডিলারদের দোকান কি খোলা আছে এখনও? এত রাত্রে?" ইতু সন্দেহ প্রকাশ করে—"তার চেয়ে আজ রাত্তিরের মতো কারও একটা গাড়ি হাতানো যাক বরং—"

"কার গাড়ি?" আমি জিজ্ঞেস করি।

"জানাশোনার মধ্যে কারও। চলো ফিরে যাই ফের ডাক্তার রায়ের বাড়ি। এতক্ষণে নিশ্চয় তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন। অমন নিয়মনিষ্ঠ লোক নিশ্চয়ই এত রাত্রে

www.MurchOna.com

জেগে থাকার পাত্র নন। তিনি তো বটেই, তাঁর বাড়িতে চাকরবাকর এমনকি একটা পিঁপড়েরও জেগে থাকবার এক্তিয়ার নেই রাত নটার পর।"

সকলে মিলে তখন আমরা একটা বাসে চাপলাম।

পি কে রায়ের গাড়ি রাস্তায় দাঁড়িয়ে, বাড়ির কাছাকাছি আসতেই দেখা গেল ডাক্তারবাবু গাড়ির মধ্যে বসে।

"কলে বেরুচ্ছেন বোধ হচ্ছে।" হর্ষবর্ধন বললেন।

"এই একটি জিনিস ডাক্তারদের বিকল করে ফ্যালে—এই কল।" আমি বলি—"খেতে দেয় না, শুতে দেয় না, ঘুমুতে দেয় না।"

কিন্তু না, বেরুচ্ছিলেন না, ডাক্তারবাবু কল সেরে ফিরলেন তখন। গাড়ির থেকে নামতেই আমরা সামনে পড়লুম।

"একী, এখনও তোমরা ঘুরঘুর করছ এখানে? এখনও তোমাদের পুলিশে পাকড়ায়নি?"

এর জবাব আমরা কী দেব? আমরাই তো জলজ্যান্ত জবাব। তাই চুপ করে রইলুম।

"মতলব কী তোমাদের বলো তো?" তিনি প্রশ্ন করলেন আবার।

হর্ষবর্ধন বললেন, "আজ্ঞে।"

শুধু ওই একটি কথাই তিনি বললেন।

ডাক্তারবাবু আমাদের সঙ্গে কথা না বাড়িয়ে তাঁর গ্যারেজের দরজা খুলতে গেলেন। ইতু আমাদের কানের গোড়ায় ফিসফিস করল—"এই মোকা। এই সুযোগ। চটপট উঠে পড়ো গাড়িতে।"

বলতে-না-বলতে ইতু স্টিয়ারিং হুইলের সামনে গিয়ে বসেছে। আমরাও উঠে পড়েছি। গাড়িতে।

ডাক্তারবাবু ফিরে তাকাতে-না-তাকাতেই তাঁর গাড়ি ভরর্—ভরর্ ভরর্রর্রর্রর্—ভোঁ ভাঁ—

ইতু বলল—"আগে আমাদের গোবরাকে খুঁজে বার করতে হবে, তার পরে যখের ধন। তার পরে অন্য কথা।"

"হ্যাঁ, দিদি।" সর্বান্তঃকরণ সায় হর্ষবর্ধনের।

"তা হলে সটান আমরা লালবাজারে যাই। পুলিশের হেড-কোয়ার্টারে যাওয়াই ভালো। ছোটখাটো থানা কাউকে বড় একটা আমল দিতে চায় না।"

"তা-ই চলো দিদি।"

লালবাজারে চার্জ নেবার ঘরে কেউ ছিল না তখন। সার্জেন্ট জানাল, অফিসার-ইন-চার্জ একটুক্ষণের জন্য বাইরে গেছেন।

তখন আমরা কন্ট্রোল-রুমে গেলাম। সিনিয়র অফিসারের কাছেই কথাটা বলব।

কিন্তু কন্ট্রোল-রুমের দোরগোড়াতেই থমকে দাঁড়াতে হল আমাদের।

ভেতরে একজন বেশ উত্তেজিতভাবে ফোন করছিলেন—

"হ্যাঁ স্যার, এইমাত্র ডাক্তার পি কে রায় টেলিফোনে জানালেন যে কয়েকজন ডাকাত তাঁর মোটরগাড়ি নিয়ে উধাও হয়েছে। তারা একটু আগে এসে তাঁর চেম্বারের ড্রয়ার হাতড়াচ্ছিল, তাঁর রিভলভারটা হাতাবার মতলবেই খুব সম্ভব। মনে হচ্ছে গাড়ি আর রিভলভার নিয়ে তারা কলকাতার কী শহরতলির কোথাও গিয়ে ডাকাতি করবে। হ্যাঁ স্যার। তারপর আজ একটু আগে বৌবাজারের এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির দোকানে

www.MurchOna.com

একটা বড়রকমের চুরি হয়ে গেছে। এক ব্যাগ ভরতি হীরে মুক্তো জহরত.....আজ্ঞে হ্যাঁ, মনে হচ্ছে এসব সেই একই দলের কাজ।"

কন্ট্রোল-ঘরের দরজায় দাঁড়িয়েই নিজেদের কীর্তিকাহিনী (এবং যে-কীর্তি আমাদের নয় তারও কাহিনী) শুনতে হল আমাদের।

"কী করব বলছেন? একদল সার্জেন্ট নিয়ে ওদের খোঁজে বেরিয়ে পড়ব? হাওড়া, লিলুয়া, বালি, ওতোরপাড়া, শ্রীরামপুর অব্দি সব পুলিশ স্টেশনকে হুঁশিয়ার করে দেব—পি কে রায়ের গাড়ির নম্বর দিয়ে। ওই গাড়ি বা সন্দেহজনক কোনো ব্যক্তি দেখলে যেন তারা আটকায়? আজ্ঞে হ্যাঁ, আচ্ছা, স্যার, তা-ই করছি।....."

এ-পর্যন্ত শুনে আমরা আর এগুলাম না। পত্রপাঠ আমাদের গাড়িতে পিছিয়ে এলাম। এসে বসলাম পি কে রায়ের গাড়িতে।

"গোবরাকে উদ্ধারের কী হবে!" হর্ষবর্ধনের দুচোখ বেয়ে জল গড়িয়ে এল—"ওকে নিশ্চয় ওরা খুন করে ফেলবে।"

"পুলিশের দরকার নেই। আমরাই খুঁজে বের করব ওকে।" ইতু বলল, "চলুন, সটান হাওড়া স্টেশনে যাই। যত চোর ডাকাত খুনে বদমাশ, মানে, যারাই কিনা ফেরার হতে চায় ওই পথ দিয়েই পালায়। হাওড়া দিয়ে হাওয়া হয়। চলে যায় বোম্বে দিল্লি সেকেন্দ্রাবাদ। ওইখানেই ওদের আমরা পাকড়াতে পারব। আর ওদের সঙ্গে গোবরাকেও।"

তারপর সটান আমরা স্টেশনে।

স্টেশনের ওয়েটিংরুমগুলো আতিপাতি করে খুঁজলাম কিন্তু সেই বিবর্ণ চেহারার পিলটু, হোঁতকা চেহারার যন্ডামার্কা লোকদের দেখা পেলাম না।

তখন হতাশ হয়ে আমরা টিকিট কাটবার ঘরে গিয়ে হানা দিলাম। যে- খুপরিতে দিল্লি বোম্বে ইত্যাদি দূরপাল্লার টিকিট দিচ্ছিল সেখানকার বুকিং ক্লার্ককে গিয়ে বললাম— "মশাই, ভারি বিপদে পড়েছি, একটু আমাদের সাহায্য করবেন?" ইতুই বলল।

"কী বিপদ?" তিনি চোখ তুলে তাকালেন।

সেই শিককাবাবওয়ালার চেহারার বর্ণনা দিয়েই ইতু বলল—"এইরকম একটা লোক, তার সঙ্গে রোগা প্যাঁকাটি মার্কা একটা ছোকরা আছে, যন্ডা গুন্ডা আরও লোক তাকতে পারে। তারা কি একটু আগে এই কাউন্টারে এসে আপনার কাছে দিল্লি আগ্রা কি বোম্বায়ের টিকিট কেটেছে?"

"না তো, মনে তো পড়ছে না!"—তিনি বললেন, "তবে বিদঘুটে চেহারা কিম্ভূতকিমাকার কেউ এলে নিশ্চয় আমার নজরে পড়ত, মনে থাকত। কী হয়েছে সব খুলে বলুন দেখি!"

"বেলেঘাটার এক বস্তিতে একটা শিককাবাবের দোকানে গিয়ে হোঁতকা চেহারার লোকটার কাছে যেই না বলেছি 'সব ফাঁস হয়ে গিয়েছে' অমনি-না সে বাতিটাতি নিভিয়ে....."

"সব ফাঁস হয়ে গেছে!" বুকিং-ক্লার্ক ভদ্রলোক উচ্চকণ্ঠে হাসলেন, "আপনারাই সেই মক্কেল? বটে? এই নিন খাম।" বলে তিনি একটা লেফাফা দিলেন আমাদের।

আমরা তো তাজ্জ্ব। ইতু অবাক হয়ে বলল, "এর মানে?"

"মানে তো স্পষ্ট।" তিনি বললেন; "মাংসের চপ দেয় ছোকরা—মাংসের চপ মানে রেলের টিকিট। অবিশ্যি, আমি ঠিক ছোকরাটি নই—তা ঠিক। সাত ছোকরার বাবা আমি। গদাইবাবুর কাণ্ড তো!"

বলে আবার তিনি হাসলেন।

www.MurchOna.com

"হ্যাঁ, মানে তো স্পষ্টই!" আমি ঘাড় নাড়লুম, "টপাটপ গিলে যায় লোকরা। মানে কিনা, লোকরা টিকিট কেটেই গাড়ি চাপতে চলে যাচ্ছে। এইরকম মানে হবে জানতাম।"

"তুমি তো সব জানতে।" ইতু আমাকে টিটকিরি মারে।

"আচ্ছা, আপনারা তা হলে আসুন। আপনাদের পেছনে টিকিট কাটবার লোক দাঁড়িয়ে গেছে অনেক।"

"দয়া করে মনে রাখবেন কথাটা।" হর্ষবর্ধন বুকিং ক্লার্ককে বলেন, "সেই হোঁতকা চেহারার লোকরা যদি আসে টিকিট কাটতে....."

"বলতে হবে না। তাদের আটকে রেখে পুলিশে খবর দেব।"

"গদাইবাবুর এবারকার ধাঁধাটা গদাঘাতের মতোই হয়েছে"—ইতু বেরিয়ে এসে বলল—"মাংসের চপ দেয় ছোকরা! কোথায় মাংসের চপ আর কোথায় কিনা ট্রেনের টিকিট! বাব্বা, আমাকেও থ করে দিয়েছে!"

"নতুন ধাঁধাটা কী?" আমি জানতে চাই।

খাম খুলে ইতুচন্দ্র পড়ে—

"মানুষ চলিয়া যায় ফেলে যায় চিহ্ন।
এই স্থল ছাড়া কারো গতি নাই ভিন্ন।

আর সঙ্কেত-বাক্য হচ্ছে—ক্যাঁচ ক্যাঁচ কাটছে!"

আমি বললাম, "কালীঘাট। সেখানেই মা-কালীর সামনে কচাকচ কাটছে। আর যা কচাকচ তা-ই ক্যাঁচ ক্যাঁচ।"

"কচু।" আমার আবিষ্কার উড়িয়ে দিল ইতু—"আর মানুষ চলিয়া যায় ফেলে যায় চিহ্ন?"

"পাঁঠাবলি দেবার পর পাঁঠার মাথাটা রেখে যায় জানিসনে? আর ভেবে দেখলে মা-কালী ছাড়া শেষ পর্যন্ত আমাদের আর কী গতি আছে বল? হতভাগা এই মাকালদের?"

"পাঁঠার মাথা নয়, তোমার মুণ্ড। জায়গাটা হচ্ছে নিমতলা। এই নিমতলা ঘাটে সবাইকে একদিন যেতে হবে, এ ছাড়া গতি নেই। আর ফেলে যায় চিহ্ন? মানুষ তো চলে যায় কিন্তু তার হাড়গোড় সব ফেলে রেখে যায়।"

"আর ক্যাঁচ ক্যাঁচ?" হর্ষবর্ধন প্রশ্ন তোলেন।

"খাটিয়া।" ইতু তারও একটা মানে মাথা খাটিয়ে বার করে, "খাটিয়াগুলো সবসময়েই ক্যাঁচ কোঁচ করে শোনেননি? আর খাটিয়া করেই তো নিয়ে যায় বেশির ভাগ মানুষকে। খাটে আর কজন যেতে পায়?"

"তা হলে চালাও দিদি নিমতলা ঘাটে।"

"নিমতলায় আমি যাব না।" আমি বেঁকে বসি।

"কেন দাদা?" ইতু চোখ তুলে তাকায়, "নিমতলায় যেতে তোমার এত ভয় কিসের? কী হয়েছে?"

"কিছু হয়নি! কিন্তু জানি, যা হবার সেখানেই হবে। আমার রক্তের চাপ আছে জানিসনে? হাই ব্লাডপ্রেশার?"

"কোনো ভয় নেই তোমার, কিস্‌সু হবে না।" ইতু জোর দিয়ে বলে—"আমি বলছি তোমার কিছু হবে না।"

"বললেই হল! একে আমার রক্তের চাপ তায় সন্ধে থেকে এত ধকল যাচ্ছে তার চাপ। তার উপর আরও যদি চাপল্য আমি করি তা হলে নির্ঘাত আমি গেছি। তোর ওই নিমতলাতেই। আর দেখতে হবে না। মড়া দেখলেই আমি ভাই আধমরা হয়ে যাই।"

www.MurchOna.com

"হলে তখন আমায় বোলো।"

"নিমতলার কাছে গেলেই আমার প্রাণে লাগে। মন কেমন করে। সেখানকার দৃশ্য আমি সইতে পারি না। মনে পড়ে শেষের সেদিন ভয়ঙ্কর"—

"তা হলে কালীঘাটেই যাওয়া যাক-না ইতুদি।" হর্ষবর্ধন একটা ফয়সালা করেন : "সেখানে মাকে দর্শন করে তার পরে, মানে বলছি কি, সেখানেও তো কেওড়াতলা রয়েছে তাতেও খাটিয়া করে নিয়ে যায়। সেখানেও খাটিয়ার বিক্রি খুব। ক্যাঁচ ক্যাঁচ কাটছে!

"কেওড়াতলায় যেতে তোমার ভয় করবে না দাদা?"

"একদম না। কেওড়াতলায় আমায় নেবে না।" আমি বলি—"আমি নিমতলা এলাকার লোক। আমি তো কেওড়ার পাশ দিয়ে দুবেলা যাই— চেতলায়। একটুও আমার ভয় করে না। এবং দেশবন্ধুর মিনার দেখলে উৎসাহই পাই বরং।"

"তবে তা-ই চলো।" হাওড়া ব্রিজের মোড় থেকে গাড়ি ঘুরিয়ে নেয় ইতু। স্টার রোডের পথ ধরে আমরা এসপ্ল্যানেডের দিকে এগোতে থাকি।

এসপ্ল্যানেডের ট্রামের গুমটির কাছে এসে ইতু গাড়ি থামায় — "দাঁড়াও", গুমটির টাওয়ার-ঘড়িটা দেখে চমকে উঠল ইতু। — "ওমা? বারোটা বেজে গেছে যে! তবে আর কী হবে গিয়ে! এত কাণ্ড সব খতম— এইখানেই! টাইম ওভার।"

"বারোটা বাজেনি। ঘড়িটার বারোটা বেজেছে বলতে পারিস।" আমি বলি— "বারোটা বেজে গেলে ট্রাম গাড়ি চালু থাকে কখনও?"

তখন আমরা নেমে গুমটির ভেতরে অফিস ঘড়িটা দেখকে যাই।

ক্যাঁচ ক্যাঁচ কাটছে।" হর্ষবর্ধন আওড়াতে আওড়াতে চলেন আপনমনে।

গুমটিঘরের কর্মচারী চমকে উঠে বললেন—"অ্যাঁ, কী বললেন?"

"কিছু তো বলিনি। আপনাকে কিছু বলিনি।" হর্ষবর্ধন অপরাধীর মতো আমতা-আমতা করেন— "আমি একটা ছেলে-ভুলোনো ছড়া আওড়াচ্ছিলাম। ছেলেবেলার পড়া। ক্যাঁচ ক্যাঁচ কাটছে।"

"ছেলে-ভুলোনো ছড়া?" ভদ্রলোকের মুখখানা যেন কীরকম হয়— "ছেলে-ভুলোনো ছড়া দিয়ে বুড়োটাকে ভুলোতে এসেছেন এখানে! ধরতে পেরেছি, আপনারা গদাইবাবুর লোক!"

"মোটেই না। কারও লোক-টোক নই আমরা।" আমি প্রতিবাদ করি। — "আমরা আমাদের।"

"ধরা পড়ে গেছেন! আর লুকোবার চেষ্টা করবেন না। এই নিন আপনাদের জন্য এই খাম।" একটা খাম নিজের ব্যাগের থেকে বার করে আমাদের হাতে তুলে দিল লোকটা—"এর মধ্যে পাবেন আরেকটা ছড়া। আরেক ছেলে-ভুলোনো ছড়া। চালাকি পেয়েছেন আমার কাছে?"

"ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে কাটছে-র মানে কী হল মশাই!" ইতু জানতে চায়।

"আমাদের পাঞ্চিং মেশিন। ট্রাম-কন্ডাকটারের হাতে থাকে দেখেননি? পাঞ্চ করে টিকিট দেয়।"

"এইবার সব পরিষ্কার হল।" ইতু প্রকাশ করে— "মানুষ চলিয়া যায় ফেলে যায় চিহ্ন। এই পথ ছাড়া কারও গতি নেই ভিন্ন। মানে ট্রাম করে কলকাতার যেখানেই যাও, এসপ্ল্যানেডের জংশন হয়ে যেতেই হবে তোমাকে। কালীঘাট, কি টালিগঞ্জ, কি বেহালা, কী বালিগঞ্জ যেখানেই যাও-না, এখানেই বদলাতে হবে গাড়ি, এ ছাড়া গতি নেই। যে যেখানে চলে যায় আর বাতিল টিকিটগুলো সব ফেলে দিয়ে

www.MurchOna.com

যায় এখানে। দেখছ না দাদা, চারধারেই ছেঁড়া টিকির ছড়ানো— কারো টিকিট দেখা নেই— টিকিটের ছড়াছড়ি।"

"দেখছি তো!" ইতুর দিব্যদর্শন আমায় মুগ্ধ করে।

"কী দিয়েছে এবার, দেখি।" ইতু খাম খুলে পড়তে থাকে— "এ যে দেখছি বেশ মজার একটা ছড়া গো!"

"ছোট্ট খোকন ছোট্ট খোকন করছো কীগো তুমি?"
"ময়দা দিয়ে লিত্তি করে পুতুল বানাই আমি।"
"ময়দা দিয়ে নব নব মূর্তি গড়ো তুমি?
ভুলবে এসব দেখবে যেদিন ময়দানবের ভূমি।"

"বাব্বা, ময়দাকে ময়ান দিয়ে মেখে একেবারে খাস্তা কচুরি বানিয়েছে।" আমি বলি।

"আর সঙ্কেতবাক্য দিয়েছে তিনপেয়ে ক্যাঙারু।" ইতু ব্যক্ত করে।

"ক্যাঙারুর কটা পা?" আমি জিজ্ঞেস করি : "ক্যাঙারু দেখেছিস তুই?"

"গোবরা— গোবরারে!" হর্ষবর্ধন কাতরান।

" দেখনি তুমি ক্যাঙারু? যাওনি চিড়িয়াখানায়?" ইতু বলে।

"যাব না কেন? কিন্তু চিড়িয়াখানায় গেলে আমি কি ক্যাঙারু দেখি? আমি হাতি দেখি। দেখে সান্ত্বনা পাই। এই ভেবে আরাম লাগে যে হাতির চেয়ে আমি ঢের রোগা। এখনও!"

"ময়দানবের ভূমি!" হর্ষবর্ধন বলেন—"ময়দানবের বানানো হচ্ছে ইন্দ্রপ্রস্থ। মহাভরতে পড়েছি।"

"ইন্দ্রপ্রস্থ— সে কি এখানে? সে তো দিল্লিতে। দিল্লিই তো ইন্দ্রপ্রস্থ। যার দীর্ঘ আর প্রস্থ জুড়ে রয়েছে যত ইন্দ্র আর চন্দ্র। সে কি এখানে?

"উঁহুঁ— এখানেই কোথাও হবে।" ইতুর অনুমান। — "এখানে ছাড়া আর কোথাও নয়!"

"হনৌজ দিল্লি দূর অস্ত্। কথায় বলে। সেই দিল্লি! সেখানে গেগে দূরস্ত হয়ে যেতে হবে।"

"যেতে হবে সেখানে। যে- করেই হোক।" ইতুর দৃঢ় সংকল্প।

"তা-হলে তুই যা। আমার ভারি ঘুম পাচ্ছে। আমি বাড়ি যেতে চাই। আমি এখন হিল্লি-দিল্লি করতে পারব না।"

"কার বাড়ি থাকব আজ? কোথায় শোব? কী খাব? কোথায় গেলিরি তুই গোবরা?" হর্ষবর্ধন কাতরাতে থাকেন।

"ইন্দ্রপ্রস্থ তো ময়দানবের তৈরি?" ইতু গবেষণা করে— "সেই ইন্দ্রপ্রস্থকেই নতুন করে বানিয়ে নিউদিল্লি হয়েছে। ওই ময়দানবের কথাটার মধ্যেই কিছু মারপ্যাঁচ রয়েছে। সেটা বের করতে পারলেই হয়। এখানে বসেই দিল্লি হাতে পাওয়া যায়। দিল্লি যেতে হয় না।"

"যার নাম দিল্লিকা লাড্ডু।" আমি শুধু এই কথাই বলি।

"গোবরা, তুই যে ভারি লাড্ডু খেতে ভালোবাসতিস রে! তোর জন্যে আমি বড়বাজার থেকে লাড্ডু আর পেড়া কিনে আনতাম! হায় হায়!"

"ময়দানব! ময়দানব!" ইতু আওড়াতে থাকে— ময়দানের কোথাও হবে। নিশ্চয় আমাদের গড়ের মাঠ। যেখানে ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগানের ম্যাচ হয়। তার সোয়াদ পেলে খোকনরা সব পুতুলখেলা ফেলে রাখে। পড়াশুনা ভুলে যায় বিলকুল।"

www.MurchOna.com

মাথা বটে একখান! ইতুকে মনে-মনে আমি গড় করি।

আমাদের মোটর রেড রোড ধরে চলতে থাকে। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল ছাড়িয়ে যায়। ময়দানবের ভূমি মানে গড়ের মাঠ।

"দাদা, দাদা! ওই দ্যাখো, দূরে মাঠের মাঝখানে একটা মোটর না? দোখতে পাচ্ছ?" ইতু হাত বাড়িয়ে দেখায়।

"আমাদের হর্ষবর্ধনবাবুর গাড়িই না? যেটা নিয়ে পলিয়েছে পিল্টু আর তার মাসতুতো ভাই?"

হর্ষবর্ধন হাঁ করে দেখেন— "হ্যাঁ, আমাদের মোটরই তো বটে!"

"এবার আপনার গোবরার সন্ধান পাওয়া যাবে। নিশ্চয় বদমাইশরা ওই মোটরের মধ্যেই তাকে বন্দি করে রেখেছে। আসুন আমরা গিয়ে ওকে উদ্ধার করি।" ইতু বলে— "আগে গোবরভাইকে উদ্ধার করে তার পরে অন্য কথা আমাদের। যখের ধনের কাজটাজ।"

"ঠিক বলেছ ইতুদি।" হর্ষবর্ধন উৎসাহের সহিত গাড়ি থেকে লাফিয়ে নামেন। "ওর মধ্যেই আমার গোবরা আছে আলবাত।"

নির্জন রাস্তার উপর মোটর রেখে আমরা তিনজন নিঃশব্দে মাঠ ভেঙে এগিয়ে যাই। প্রায় চার পাঁচ ফার্লং দূরেই গাড়িটা!

যেতে যেতে হর্ষবর্ধন একটা রাস্তার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়েন।

মাঠের মধ্যে এমন বস্তা ফেলে গেল কে? আমি অবাক হয়ে দেখি। এটা কিসের বস্তা? হর্ষবর্ধনকে টেনে তুলতে যাই।

হর্ষবর্ধনের তলার থেকে একটা গোঙানি বেরোয়— যেটা ঠিক হর্ষবর্ধনের গোঙানি নয়— "আমাকে তোমরা এমন করে দগ্ধে দগ্ধে মেরো না। এইভাবে চিঁড়ে-চ্যাপটা না করে একেবারে খতম করে দাও আমায়!"

হর্ষবর্ধনকে আর তুলতে হয় না। আওয়াজ-না পেয়েই "ওরে বাবারে!" বলে তিনি আপনিই লাফিয়ে ওঠেন।

"বস্তার ভেতর ভূত রয়েছে!" বলে তিনি চিৎকার ছাড়েন।

"দাদা! দাদা! বাঁচাও আমায়!" হর্ষবর্ধনের সাড়া পেতেই বস্তার ভেতর থেকে আওয়াজ বেরয় আবার।

"ওমা! আমার গোবরা যে!" হর্ষবর্ধন দ্বিতীয় বার লাফান—"বস্তার ভেতর আমার ভাই!"

বস্তার মধ্যে নিতান্ত দুরবস্থার মধ্যে চিঁ চিঁ করে গোবর্ধন দাদার কথায় সায় দেয়— "হ্যাঁ— দাদা! আমি। আমি তোমার গোবরা— গোবর্ধন চন্দর!"

বস্তার মুখ খুলতেই শ্রীমান গোবর্ধনের চাঁদমুখ বেরিয়ে পড়ে।

"ওরা গেল কোথায়?" ইতু শুধায়—"সেই ছোকরা আর সেই হোঁৎকাটা?"

গোবরা বলে,—"লোকগুলো শিয়ালদার কাছে একজায়গায় গাড়ি থামিয়ে একটা গয়নার দোকানে ডাকাতি করেছে। আমি তখন ওর গাড়িতে বসে—"

"তুই পালালি না কেন?" দাদার প্রশ্ন—"চ্যাঁচালি না কেন রে?"

"বেলেঘাটা পুলের কাছে এসে ওরা দেখতে পায় যে আমি গাড়ির পেছনের সিটে বসে। তখনই ওরা আমার হাত পা আর মুখ বেঁধে ফ্যালে আর বলে যে চল তোকে ময়দানে নিয়ে গিয়ে খুন করব।"

"তারপর?"

"পথে একটা মদের দোকান থেকে কয়েক বোতল মদ কেনে ওরা। তার পরে

www.MurchOna.com

ময়দানে চলে আসে। মাঠের মাঝখানে এনে আমাকে একটা বস্তার মধ্যে পুরে বস্তার মুখ বেঁধে ফেলে গেছে। কাছেই কোথাও গিয়ে লুটের টাকা ভাগ করছে মনে হয়। বলেছে ফিরে এসে বস্তা সমেত গঙ্গায় ফেলে দেবে। এইখানেই আছে তারা কোথাও।"

"হ্যাঁ, বসে আছে! লুটের টাকা বখরা করে নিয়ে কেটে পড়েছে কখন!" আমি বলি।— "বসে থাকাবার ছেলে তারা নয়। কাজের ছেলে।"

"গাড়িটা একবার দেখাই যাক না! তার ভেতরে বসে থাকে যদি।" ইতু বলল— ওই তো আবছা অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে গাড়িটা।"

গাড়ির দিকে আমরা এগোই। একটু গিয়ে ইতু আমাদের দাঁড়াতে বলে— "তোমরা এইখানে থাকো। আমি পা টিপে টিপে পেছনে থেকে দেখে আসি।"

তার পরেই তার আওয়াজ পাওয়া যায়— "কেউ নেই দাদা! ফাঁকা গাড়ি। পাখি পালিয়েছে।"

গোবর্ধন তখন বীরদর্পে এগোয়—"ব্যাটাদের দেখতে পেলে মেরে লাট করব। সেই ছোকরাটাকে আমি সহজে ছাড়ব না। সে আমার মাথায় গাঁট্টা মারছিল।"

"আপদ গেছে।" ইতু হাঁপ ছাড়ে— "এখন গদাইবাবুকে পেলেই আমাদের হয়। তাকে এখন খুঁজে পাওয়া দরকার। তার কাছেই আছে সেই যখের ধন।"

"ময়দানবের ভূমি।" মাথা ঘামাই আমরা— "এর তো সবটাই তো ময়দানভূমি। এর কোনখানে যে গোদাইবাবু ঘাপটি মেরে রয়েছেন কে বলবে! আর এই অন্ধকারের মধ্যে তাঁকে খুঁজে বার করাও তো সহজ নয়।"

"অন্ধকার এখন ফিকে হয়ে আসছে। একফালি চাঁদ উঠেছে দেখছ না!" ইতু দেখা।— "খুঁজে বার করতেই হবে আমাদের।"

"অবিশ্যি ময়দানবের লীলাভূমি হচ্ছে খেলার মাঠ। আর খেলার মাঠের সম্রাট হচ্ছে ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান গ্রাউন্ড।"

"তালে গোদাইবাবুকে সেই গ্রাউন্ডে, কি সেখানকার কোনো ক্লাবঘরে পাওয়া যাবে নিশ্চয়। তুমি কী বল দাদা?"

"চল— দেখা যাক তো!"

আমরা এগোতে থাকি। কিছুদূর যেতেই পায়ে যেন আমার কী ঠ্যাকে! তুলে দেখি একটা বোতল। খালি বোতল। মদের বোতল, দেখলেই বোঝা যায়। গন্ধেও মালুম আসে।

আরেকটু এগিয়ে আরেকটা। ওইরকম আরেকটা। আরও একটা।

"লোকগুলো যায়নি। কাছেপিঠেই কোথাও আছে। মদ গিলে চুর হয়ে বসে রয়েছে কোথাও। কি গড়াগড়ি দিচ্ছে গড়ের মাঠে। বোতলগুলো হাতে রাখো। অস্ত্রের মতো ব্যবহার করা যাবে। আত্মরক্ষার কাজে লাগতে পারে।"

আমি আর হর্ষবর্ধন দুটি বোতল দুহাতে নিলাম।

যেতে যেতে আবার যেন কী ঠেকল পায়ে। তুলে দেখি একটা থলে। "টাকার থলে নাকি রে?" ইতুকেই দেখাই।

ইতু আমার হাতে থেকে কেড়ে নেয় — "এই তো মনে হচ্ছে সেই যখের ধন। স্বয়ং সেই গদাইবাবুর আবদান।"

"এখানে এল কী করে? গদাইবাবুই-বা কোথায়?"

"এইখানেই তো থাকবে। এই ময়দানবের ভূমিতেই তো পাবার কথা!" ইতু সেই ছড়াটা আওড়ায় আবার— "এতেই তো স্পষ্ট করে বলে দেওয়া হয়েছে। ছোট্ট খোকন ছোট্ট খোকন...."

www.MurchOna.com

"দেখি থলেটা।" আমি হাত বাড়াই।

"দেখবে কী? থলের মুখ শক্ত করে বাঁধা। বাড়ি গিয়ে খুলে দেখব।"

এমন সময়ে মাঠের মাঝখান থেকে একটা ঝগড়া কানে এল— "এই ব্যাটা, আমারটা কই? আমার বখরা দে? দিবিনে?"

"তুমিই তো দেবে আমার বখরা। তোমার কাছেই তো সব আছে!"— অপর গলায় তীব্র প্রতিবাদ।

"আমি দেব? তুইও ব্যাটা বিল্ঠুর মতো আমার বখরা মারাছিস। বিল্ঠুর ভাই পিল্টু তো! কত আর ভালো হবে! দাঁড়া, তোকে মজা দেখাচ্ছি। আজ তোরই একদিন কি আমারই একদিন।"

বলতে বলতে ছায়ামূর্তিটা উঠে দাঁড়ায়। অন্য ছায়াটা ভড়কানো সুরে বলে, "মারবেনাকি?"

"মারব না? আদর করবেন! একেবারে খুন করে ফেলব তোকে।"

এই বলে সেই হোঁতকা লোকটা পিলটুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার গলা টিপে ধরে। ইতু আমার হাত থেকে বোতলটা কেড়ে নিয়ে ছুটে গিয়ে সেই হোঁতকার মাথায় কষে এক ঘা লাগায়।

সেই এক ঘায়েই লোকটা আঁ আঁ করে পড়ে যায়। পড়েই বেঁহুশ।

পিলটু গলাটিপুনিতেই হতজ্ঞান হয়ে গেছল। এবার তার পরনের কাপড়টা খুলে নিয়ে হর্ষবর্ধনবাবু পিঠোপিঠি দুজনকে পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলেন। গোবর্ধন কষে একটা গাঁট্টা লাগায়, ছোকরাটার বদলে হোঁতকাটার মাথায়।

"থাক এরা এখানে। চলো আমরা মোহনবাগানের টেন্টে যাই। যখের ধন তো পেয়েই গেছি, এখন গদাইবাবুকে ধন্যবাদ জানিয়ে আসি। ভদ্রতার খাতিরে জানানো দরকার।" ইতু এগোয়।

টেন্টের ভেতরেই গদাইবাবুকে পাওয়া গেল। "আপনাদের মধ্যে তিনপেয়ে ক্যাঙারু কে আছেন? খোঁজ করতেই গদাইবাবু এগিয়ে আসেন — "এই যে, আপনারা এসে গেছেন! এসেছেন শেষ পর্যন্ত!"

"হ্যাঁ। আপনার যখের ধনও পেয়ে গেছি। একটু আগেই পেলাম। আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে এলাম।" ইতু গদাইবাবুকে নমস্কার করে।

"যখের ধন তো আমার কাছে। পাবেন কী করে? এই নিন আপনাদের—" গদাইবাবু নিজের পকেটে হাত দেন।

"বা রে! তা হলে এটা কী? এই থলেটা?" ইতু থলেটা তুলে ধরে।

"আমি তার কী জানি!" বলেন গদাইবাবু : "খুলে দেখা যাক তো!"

খুলে দেখা যায় হীরে মুক্তো চুনি পান্নায় থলে ভরতি!

"এগুলো বোধ হচ্ছে সেই লুট করা মাল। পিলটু- হোঁতকার কীর্তিকলাপ।" ইতু বলে— "গদাইবাবু, আপনি এটা নিজের কাছে রাখুন। থানায় জমা করে দেবেন। আর, যারা এগুলো ডাকাতি করে এনেছে তাদের আমরা মাঠের মধ্যে পিঠমোড়া করে বেঁধে রেখে এসেছি। এখান থেকে খুব বেশি দূরে নয়। ফোন করে পুলিশকে খবর দিন এখন।"

"আর আপনি তো মোহনবাগান ক্লাবের একজন চাঁই।" হর্ষবর্ধন একটা কথা পাড়েন এতক্ষণে— "আপনার কাছে আমাদের একটা আরজি আছে। আসছে সপ্তায় ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগান চ্যারিটি ম্যাচের খানকয়েক টিকিট যদি দেন আমাদের দয়া করে। কোথাও পাচ্ছিনে মশাই। দুশো পাঁচশো টাকা কবুল করেও পাওয়া যাচ্ছে না। কোথায় না গেছি— কাকে না সেধেছি, কিন্তু কেউ দিতে পাচ্ছে না। আর দেখুন,

www.MurchOna.com

এই দেহ নিয়ে তো গাছের মগডালে উঠে খেলা দেখতে পারব না এই বয়সে গোবরা হয়তো পারে।"

"হ্যাঁ, উঠতে পারি আমি। কিন্তু গাছ থেকে নামতে পারব না তো।"

"ও তো পারে।" আমি বলি— "কিন্তু ওকে গাছের থেকে পাড়ে কে?"

"নিন-না মশাই! সেই টিকিটই তো দিচ্ছি আপনাদের। তা-ই তো আপনাদের যখের ধন।" গদাইবাবু সঙ্গে সঙ্গে কতগুলি টিকিট হর্ষবর্ধনের হাতে গুঁজে দেন।

"খানদশেক টিকিট পেয়েছিলাম, স্ত্রী পুত্র পরিবারের জন্য। কিন্তু তারা তো কেউ এখানে নেই। পুরী বেড়াতে গেছে। নির্জন পুরীতে আমি একা। কাকে দিই এগুলো? বন্ধুদের দিতে পারতাম, কিন্তু বন্ধু তো একটা নয়, হাজারখানেক। বন্ধুর বন্ধু রয়েছে আবার। কাকে রেখে কাকে দিই। তাই ঠিক করলাম এইভাবে ধাঁধার মধ্যে ফেলে দেব। অমনি দেব না কাউকে। যে-ই নিক তাকে দুঃসাহসের দ্বারা উপার্জন করে নিতে হবে।"

"তা বেশ করেছেন, ভালো করেছেন।" হর্ষবর্ধন সোৎসাহে কন।

"মাঝখানের থেকে বস্তাবন্দি হয়ে আমি গোটাকতক গাঁট্টা খেয়ে মরলাম।" গোবরার খেদোক্তি শোনা যায়।

"লটারি করতে পারতেন।" ইতু বলে। "তা হলে কি রক্ষে ছিল? কুরুক্ষেত্র কাণ্ড হত।" গদাইবাবুর চোখেমুখে ভীতির চিহ্ন প্রকাশ পায়।

"এটাও কিন্তু কিছু কম কুরুক্ষেত্র হয়নি মশাই!" আমি জানাই।

[১৯৬৮]

Itur Theke Ityadi by Shibran Chakraborty

For More Books & Muzic Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum
suman_ahm@yahoo.com